CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 February, 2021 ■ আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২২ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## একই দিনে আগরতলায় দুটি মৃতদেহ উদ্ধার

**আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।।** একই দিনে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় পৃথক স্থানে দু-দুটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দুটি ঘটনায় পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। একটি মৃতদেহে পচন ধরেছে, জানালেন সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডের পেছনে কালভার্টের নীচে একটি এবং জিবি বাজারে বাসস্ট্যান্ডের পাশে রাস্তায় অপর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আজ নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডের পেছনে কালভার্টের নীচে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই মৃতদেহে পচন ধরেছেউ যান চালকরা মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিম এবং ডগ স্কোয়াড গিয়ে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেছে। তবে মৃতদেহের ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা যাবে, দাবি করেন তিনি। চিরঞ্জিতবাবু বলেন, ওই মৃতদেহে সামান্য আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তিনি জানান, ওই মৃতদেহের কোনও দাবিদার এখন পর্যন্ত মিলেনি।

এদিকে, জিবি বাজারে বাসস্ট্যান্ডের পাশে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে আজ। ইন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা বছর পঁচিশের যুবক চন্দন দেবনাথ প্রায় সময় নেশাগ্রস্ত থাকতেন বলে তার পরিবারের জনৈক সদস্যা জানিয়েছেন। তবে তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কেউ অবগত নন। মৃতের আত্মীয়া বলেন, চন্দন বাড়িঘরে যেতেন না। জিবি বাজারেই থাকতেন। মর্জি হলে কাজে যেতেন। নয়তো নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকতেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পর বলা যাবে। ওই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে শহরের আইন শৃঙ্খলা নিয়েও। সাম্প্রতিক কালে বেশ কয়েকজনের মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটেছে তিলোত্তমা আগরতলায়।

## শীঘ্রই রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, দিল্লী থেকে ফিরেই রাজভবনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের জল্পনা-কল্পনার মাঝে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৃহস্পতিবার রাজভবনে রাজ্যপাল রমেশ কুমার বৈসের সাথে সাক্ষাত করেছেন।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারা দিল্লিতে তলব করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে। বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যে ফিরে এসে রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাত করেছে এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছেন বলে জানা গেছে।

একজন মন্ত্রীকে নামানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী চারজন নতুন মুখকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করবেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্র জানা গিয়েছে।

আরও জানা গিয়েছে যে বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের আগে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এবং এমনকি স্পিকারও পরিবর্তন করা হবে ডেপুটি স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেনকে স্থান দেওয়া হবে।

জানা গিয়েছে মন্ত্রিসভায় তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ের নতুন মুখ এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা থেকে একজন প্রতিনিধি থাকার বিষয়েও বিবেচনা করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মন্ত্রীর সংখ্যা চূড়ান্ত করা হবে। জানা গিয়েছে, দলের হাইকমান্ড নাকি কিছু মন্ত্রীর পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট নন এবং তারা মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ স্থান দেওয়ার চিন্তাভাবনা করেছেন।

দলীয় হাইকমান্ড মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে ইঙ্গিত দিলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে মন্ত্রিসভা রদবদল করা হবে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মনসহ বিদ্রোহী বিধায়কদের একটি অংশ মন্ত্রিসভায় স্থান নিতে আপত্তি জানাতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন। মন্ত্রীর তালিকা এবং তাদের দেওয়া পোর্টফোলিও চূড়ান্ত করে জানিয়ে দেবেন।

বৃহস্পতিবার ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সচেতনতা র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি-নিজস্ব।

## শীতের আমেজ শীঘ্রই উধাও হবে ১৫ ফেব্রুয়ারির পর বাড়বে তাপমাত্রা

**আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।।** কনকনে ঠাণ্ডায় যখন জবুথুবু গোটা রাজ্য এরই মধ্যে শীতের আমেজ উধাও হওয়ার সম্ভাবনা শুনালেন আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা ডি সাহা। তাঁর কথায়, ১৫ ফেব্রুয়ারির পর থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে।

গত কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রায় ঘন ঘন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনিতে ঠাণ্ডার প্রকোপ এ-বছর মারাত্মক ছিলউ কারণ, কনকনে ঠাণ্ডার সাথে বাতাস শীতের প্রকোপকে বাড়িয়ে দিয়েছে। গত মঙ্গলবার এই মরশুমে সবচেয়ে শীতলতম দিন ছিল।

বৃহস্পতিবার আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা বলেন, এ-বছর ঘন ঘন কুয়াশা দেখা গেছে। তাছাড়া, ঠাণ্ডাও অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি পড়েছে। তাঁর কথায়, এখন তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রা বেড়ে চলবে। তার পর পুনরায় তাপমাত্রা নিম্নমুখি হবে। তাঁর মতে, ৭ ফেব্রুয়ারির পর থেকে তাপমাত্রা নেমে ১১-১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসবে। কিন্তু, ১৫ ফেব্রুয়ারির পর থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে।

তিনি বলেন, সাধারণত পুরো ফেব্রুয়ারি শীতের প্রভাব থাকার কথা ছিল। কিন্তু আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী ১৫ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সমষ্টিগত শক্তি ভারতকে বিশ্বে মহান উন্নীত করবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।।** সমষ্টিগত যে শক্তি দাসত্বের শিকল ভেঙেছিল, সেই সমষ্টিগত শক্তি ভারতকে বিশ্বের মহান শক্তিতে উন্নীত করবে। বৃহস্পতিবার এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে চৌরী চৌরা শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'চৌরী চৌরার পবিত্র ভূমিতে দেশের জন্য আত্মবলিদান দেওয়া, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নতুন দিশা দেখানো শহিদদের প্রণাম করছি, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি। ১০০ বছর আগে চৌরি চৌরাতে যা হয়েছিল, তা শুধুমাত্র অগ্নিসংযোগের ঘটনা ছিল না, একটি থানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা ছিল না, চৌরী চৌরার বার্তা অনেক বৃহৎ ছিল। আগুন জ্বলছিল মানুষের মনে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ থেকে শুরু হওয়া কার্যক্রম বছরব্যাপী আয়োজিত হবে। এই সময়ে চৌরী চৌরার সঙ্গে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত অঞ্চলের বীর আত্মত্যাগীদের স্মরণ করা হবে। সমষ্টিগত যে শক্তি দাসত্বের শিকল ভেঙেছিল, সেই সমষ্টিগত শক্তি ভারতকে বিশ্বের মহান শক্তিতে উন্নীত করবে। করোনা পরিস্থিতিতে বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ওষুধ পাঠিয়েছে ভারত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নিজেদের ৫০ লক্ষের বেশি নাগরিককে স্বদেশে নিয়ে আসা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সুরক্ষিতভাবে নিজেদের দেশে পাঠিয়েছে ভারত। ভারত এখন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## গোলাম নবী আজাদের রাজ্যসভার সদস্যপদে মেয়াদ শেষ ১৫ ফেব্রুয়ারী

**।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।**

**নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্যসভায় বিরোধীদলীয় নেতা গোলাম নবী আজাদের সাংসদ পদের মেয়া শেষ হচ্ছে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী। ৭১ বছর বয়সী আজাদ একমাত্র ব্যক্তি যিনি জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠ।

কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে, সিনিয়র কংগ্রেস নেতা এবং পঞ্চদশ লোকসভায় বৃহত্তম দলের সাবেক নেতা মল্লিকা অর্জুন খাড়গেকে সম্ভবত রাজ্য সভায় বিরোধী দলের নেতা নিযুক্ত করা হতে পারে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আজাদ সম্প্রতি দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। তিনি জি ২৩ নেতাদের মধ্যে অন্যতম যারা তাদের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

আজাদ জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস দলের প্রবীণ নেতা। পার্টিতে এবং গান্ধী পরিবারের সবচেয়ে অনুগত বলে মানা হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরে কোনও বিধানসভা না থাকায় জম্মু ও কাশ্মীরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের সম্ভাবনায় প্রতিবাদী ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন

**আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।।** ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের সম্ভাবনার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন। ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক জওহরলাল দে বলেন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করা হয়েছিল। তা আজ বেসরকারীকরণের মাধ্যমে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাই আমরা বাধ্য হয়ে প্রতিবাদী হয়েছি।

এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ হবে না। কিন্তু এ-বছর বাজেটে তারই পূর্বাভাস মিলেছে। তাঁর কথায়, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জমানো অর্থ সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ব্যাবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়েছিল। কিন্তু আগামীদিনে আমাদের কষ্টার্জিত অর্থের কোনও নিরাপত্তা থাকবে না।

তাঁর বক্তব্য, পুঁজিপতিদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হচ্ছে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে টাকা ফেরত না দেওয়ার সুযোগ করা হচ্ছে। তাতে ব্যাঙ্ক লোকসানের শিকার হওয়ায় তার প্রভাব আমাদের ভুগতে হচ্ছে। তিনি বলেন, এরই প্রতিবাদে আজ আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। কারণ, মানুষের কষ্টার্জিত টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া যায় না। তাই ব্যাঙ্ককে বাঁচানোর আবেদন নিয়েই আজ আমরা প্রতিবাদী হয়েছি।

## গণতন্ত্র সূচকে দু'ধাপ নেমে ৫৩ নম্বর স্থানে ভারত

**নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.)।।** গণতন্ত্র সূচকে দু'ধাপ নামল ভারত। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সমীক্ষায় বিশ্ব গণতন্ত্র সূচকে আরও দু'ধাপ নামল ভারত। তালিকায় ভারতের নাম ৫১ থেকে নেমে ৫৩ নম্বর স্থানে চলে গিয়েছে। অভিযোগ, মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। আর তাই গণতন্ত্র সূচকে ভারতের এই পতন। যদিও প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় কিছুটা হলেও ভাল জায়গায় রয়েছে ভারত।

২০০৬ সালে প্রথমবার গণতন্ত্র সূচকের রিপোর্ট তৈরি করেছিল ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। কিন্তু গত কয়েকবছরে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে ভারতের স্কোর। ১৬৭ দেশের মধ্যে ২০১৯ সালে ভারতের স্কোর ছিল ৬.৯। ২০২০ সালেই সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৬.৬১। এর আগে ২০১৪ সালে কিন্তু এই সূচকে ভারতের স্কোর ছিল ৭.৯২। সেসময় ভারত ছিল ২৭ নম্বর স্থানে। কিন্তু গত ছ'বছরে ক্রমতালিকায় নামতে নামতে ৫৩ নম্বর স্থানে চলে এসেছে ভারত।

এবারের রিপোর্টে সবচেয়ে উপরে রয়েছে নরওয়ের নাম। এরপর প্রথম পাঁচে রয়েছে আইসল্যান্ড, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড এবং কানাডার নাম। মোট ১৬৭ দেশকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩টি দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র রয়েছে। ৫২টি দেশে রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র। ৩৫টি দেশের শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যবর্তী পর্যায়ে রয়েছে এবং ৫৭টি দেশে বজায় রয়েছে পুরোপুরি একনায়কতন্ত্র। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র। আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ব্রাজিলেও নাকি প্রশাসন একইরকম। এমনটাও জানানো হয়েছে তাতে।

## সেচযোগ্য কৃষি জমিকে সর্বোচ্চ ব্যবহারযোগ্য করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

**আগরতলা ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।।** ধলাই জেলায় সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ এক বছরেই বৃদ্ধি পেয়েছে সাত শতাংশ। স্বাভাবিকভাবেই সেচযোগ্য কৃষি জমিকে সর্বোচ্চ ব্যবহারযোগ্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাই তিনি নির্দেশ দেন, ধলাই জেলায় সেচযোগ্য কৃষি জমিকে সর্বোচ্চ ব্যবহারযোগ্য করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। জেলায় জলের বিভিন্ন উৎস থেকে সেচের সুযোগ কৃষকের জমিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার ধলাইয়ের জেলাশাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়ের কনফারেন্স হল-এ ধলাই জেলার অগ্রাধিকারভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ স্কিমের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ-কথা বলেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এ মুহূর্তে অকেজো হয়ে থাকা জলসেচ প্রকল্পগুলিকে পুনরায় চালু করার জন্য জলসম্পদ উন্নয়ন দফতার এবং বিদ্যুৎ দফতরকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে নির্দেশ দেন। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের আরও বেশি করে মাঠমুখি হয়ে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় জানানো হয়, ধলাই জেলায় সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ গতবছর থেকে এ বছরে ১৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ শতাংশ হয়েছে। বনাধিকার আইনে প্রাপ্ত পাট্টা জমি প্রদানের কাজ পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বকেয়া জমি প্রদানের কাজ ফেব্রুয়ারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## জিরানীয়ায় ইট ট্রাকের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** জিরানিয়া এলাকাতে ইট বোঝাই লরির চাপায় এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুটির নাম নন্দনকুমার। সে ইটভাটা শ্রমিক এর সন্তান। বাড়ি বিহারে। শিশুটির বাবা ইটভাটায় কাজ করতো।

ইটভাটা থেকে ইট নিয়ে যাবার সময় লরির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ইটভাটার শ্রমিক এর শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ইটভাটা শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। লরি চালককে আটক করে উত্তেজিত জনতা উত্তম-মধ্যম দেন। তাতে গাড়ির চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় গাড়ির চালককে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১১৭ ▫ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২২ মাঘ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

## ভোটের বৈতরণী

স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষে সাধারণ নাগরিকরা কলুর বলদের মত পরিশ্রম করিলেও ইহার কোন মর্যাদা পাইতেছেন না। অথচ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইয়া নেতা-মন্ত্রীরা সর্ব সুখ ভোগ করিতে শুরু করিয়াছেন।নির্বাচনের আগে ভোটারদের গণদেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিলেও ভোটের বৈতরণী পার হইয়া গেলে ভোটারদের গা ঘেষেন না মন্ত্রী বাহাদুররা। রাজকীয় সুখ ভোগ করিবার জন্য তাহারা সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের এটাই সবচেয়ে বড় পরিতাপের বিষয়।কলুর বলদকে কেউ কখনও ক্ষিপ্ত হইয়া বাঁধন ছিঁড়িয়া তাণ্ডব বাধাইয়া দিতে দেখেনি। সে হয়তো নিজের কর্তব্যবোধ, শ্রমদান ও প্রভুদত্ত আহার্যের বরাদ্দে তৃপ্ত। তবে তাহার চোখ বাঁধা ঠুলি দু'টি খুলিয়া দিলে কী হইত বলা মুশকিল। পৃথিবীর অনেক পথ পাড়ি দিয়া, অনেক রক্ত-ঘাম ঝরাইয়া দিনের পর দিন, একই বৃত্তে কেউ তাহিকে ঘুরিতে বাধ্য করিয়াছে, এই সত্য জানামাত্র সে যে বিদ্রোহ করিত না, কে বলিতে পারে? তাই কলু কিছুতেই বলদের চোখের ঠুলি খুলিয়া দেওয়ার ঝুঁকি নিতে পারে না। ঠুলি কি আমাদেরও চোখে নাই? স্বাধীনতার পরে আমরা জেনেছি কত সরকারি পরিকল্পনার কথা। দশকের পর দশক সে সব নিয়া কত হইচই। তার কল্যাণে বিত্তে-বৈভবে স্ফীতও হইয়াছেন অনেকে। কিন্তু, সমাজব্যবস্থার তাহাতে কতটুকু বদল ঘটিয়াছে? মানুষের হৃদয়ের দারিদ্র ঘুচিয়াছে কতটুকু, সে গোপন গভীর সংবাদটি নিয়াছে কেউ? সামাজিক ন্যায়ের মঙ্গলহস্ত কি সবার জন্য সমান দরদে প্রসারিত?এই প্রশ্ন যখন কাহিরও মনকে বিদ্ধ করে, সে আর স্থির থাকিতে পারে না। ছুটিয়া বের হইয়া আসে ঘর থেকে। দুইশত বছর ধরিয়া সংহিতার নির্দেশ মানিয়া ভারতের সমাজের মন গড়িয়া উঠিয়াছিল, ব্রিটিশ আইন ও শাসন সে ধারণায় একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। অন্ত্যজদের মধ্যে জাগ্রত হয় গণতান্ত্রিক চেতনা ও সমানাধিকারের দাবি। দেশ ভাগ হওয়ার মুহূর্তে তাঁহারাও ভাবিয়াছিলেন অস্পৃশ্য তথা শূদ্রদের স্বতন্ত্র ভূমি চাইয়া নেবেন, শেষ পর্যন্ত সে দাবি থেকে আসিয়া সকলের সঙ্গে মিলিয়া নতুন ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখেন। সদ্য-স্বাধীন দেশে জাতীয় নেতৃবৃন্দও মধ্যযুগীয় মনুবাদে ফিরিয়া না গিয়া গণতন্ত্রের আধুনিক পন্থায় সকলের সমানাধিকার ও বঞ্চিতদের জন্য রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুতি দিয়া নতুন সংবিধান রচনা করেন। তাঁহারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন এই প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। কেউ কেউ যে অন্য রকমও ভাবিয়াছিলেন, বাবাসাহেব অম্বেদকরের ভাষ্যই তাহার দৃষ্টান্ত।কী অসম্ভব কথা! মেথর কখনও কাহিরও বন্ধু হয়? সে তো অস্পৃশ্য, সমাজ থেকে বহিষ্কৃত। তাহার নিরলস শ্রমটুকুই শুধু আমরা চাই, তাহাকে তো চাই না। আমাদের বদ্ধ ঘরে ও জীবনে কোনও অস্পৃশ্যের ঠাঁই নাই। এই যে অস্পৃশ্যতার বোধ ও অনুভব, এটাও আমরা আমাদের সমাজ থেকে পাইয়াছি। আমরা যে বদ্ধ সমাজের বাসিন্দা আগে তা উপলব্ধি করিতে হইবে, তবেই জাগিবে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সাম্যের অনুকূলে তৈরি করিতে হইবে নিজের মনকে। জনগণকে ভাল না বাসিয়া গণতন্ত্রকে ভালবাসা যায় না। মনুতন্ত্র যাহাদের অধিকার কাড়িয়া নিয়া অবমানব করে রাখিয়াছিল, গণতন্ত্রের কাজ সর্বাগ্রে তাহিদের অধিকার ও মর্যাদা ফিরাইয়া দেওয়া। তাহ করিতে গেলেই প্রাচীন শোষকরা আসরে নামিয়া পড়ে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ওঠেন। আর তখন, নিকষ অন্ধকারে, ক্ষীণ আশার আলো হইয়া জাগিয়া থাকে ওই চিৎকার: ইয়ে ক্যা জ্বল রহা হ্যায়'! ক্ষমাহীন অপরাধে লিপ্ত শক্তিধর রাষ্ট্রযন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এক সাহসিনী যেন সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি হইয়া জবাব চায়: বলো, কাহাকে জ্বালাইয়া দিয়াছ তোমরা? এই প্রতিবাদী আর্তি যদি এক সহ-নাগরিকের জন্য আর এক সহ-নাগরিকের কণ্ঠে ধ্বনিত না হইত, বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে, ভারতের বিবেক ও চৈতন্যের মৃত্যু হইয়াছে। মিথ্যা স্বপ্নে কলুর বলদেরা হয়তো আরও অনেক কাল ঘুরিতে থাকিবে, আমাদের কাজ হোক তাহাদের চোখের আবরণ ও গলার বাঁধনটি খুলিয়া দেওয়া। বাঁধন খুলিয়া দিতে না৷ পারিলে সত্যিকারের স্বাধীনতার সখ ভোগ করিতে পারিবেন না দেশবাসী।

## ধূপগুড়িতে লরির ধাক্কায় মৃত ব্যক্তি

ধূপগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শিলিগুড়ির ধূপগুড়ি সংলগ্ন ব্রীজ এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম গণেশ রায়। তিনি ধূপগুড়ি ২ নম্বর ওয়ার্ডের রায় পাড়া এলাকার বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন দুপুরে ওই ব্যক্তি রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুত গতিতে আসা একটি লরি ওভারটেক করতে গিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। চালক সহ ঘাতক লরিটিকে ধূপগুড়ি চৌপথি মোড়ে আটক করেন ট্রাফিক কর্মীরা। জানা গিয়েছে, ঘাতক লরিটি হরিয়ানার। এদিন মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এদিকে ঘটনাস্থলে একটি ট্রাফিক আইল্যান্ড স্থাপনের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ঘটনার তদন্ত করছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

## পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনা আক্রান্ত ২০৬ জন

কলকাতা,৪ ফেব্রুয়ারি ( হি স): গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ২০৬ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০৬ জন। জন। যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৭০,৭৮৭ জন। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১০,১৯৯। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ৩০১ ফলে। ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে মোট বাড়ি ফিরেছেন ৫,৫৫,৪৯১ জন। যার জেরে রাজ্যে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়াল ৯৭.৩২ শতাংশ।

## ভুল মানচিত্র নিয়ে সরব ভারত, অবস্থান বদল করল "হু"

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতের বিতর্কিত মানচিত্র ইস্যুতে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। গত সপ্তাহ কয়েক আগে হু-রওয়েবসাইটে ভারতের ভুল মানচিত্র পোস্ট করা হয়। এ নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। সেই মানচিত্রের নিয়ে হু-এর কাছে নালিশ করল ভারত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক জানিয়েছে, ওই মানচিত্রটি নিয়ে ওয়েবসাইটে ডিসক্লেমার দেবে হু। জানিয়ে দেবে, মানচিত্রে উল্লেখিত সীমান্তর সঙ্গে সহমত নয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরন জানিয়েছেন, ওয়েবসাইটে দেশের 'ভুল' মানচিত্র প্রকাশ করার বিষয় সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত। কেন্দ্রের তরফে চিঠিও দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও জানিয়েছে, প্রতিবাদ জানানোর পরই জেনেভার ইন্ডিয়া পার্মানেন্ট মিশনকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে ওয়েবসাইটে একটি ডিসক্লেমার দেবে তারা।

এ বিষয়ে ভি মুরলীধরন আরও জানিয়েছেন, মানচিত্রে প্রকাশিত কোনও দেশের সীমান্ত হু-র নিজস্ব মতামত নয়। সেখানে কোনও দেশের যে সীমান্ত দেখান হয়েছে তা আইনিভাবে স্বীকৃত নাও হতে পারে। ডিসক্লেমারে এই মত তুলে ধরবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

উল্লেখ্য, কোন দেশের করোনা পরিস্থিতি কীরকম, তা দেখাতে মানচিত্র ব্যবহার করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তাদের ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত ভারতের দুটি মানচিত্রে এই 'ভুল' ধরা পড়ে। মানচিত্রে ভারতকে গাঢ় নীল রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে জম্মু , কাশ্মীর এবং লাদাখকে ধূসর রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মানচিত্রে ওই অংশকে কার্যত ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। -হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

# ভারত-ইজরায়েল সম্পর্কে পাকিস্তান কেন চিন্তিত

**আর কে সিনহা**

লোকসভায় যেদিন কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছে সেই দিন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফোনালাপ সাধারণ বিষয় নয়। দিল্লিতে গত ২৯ জানুয়ারি ইজরায়েলি দূতাবাসের কাছে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেঞ্জামিনকে আশ্বস্ত করেছেন, ভারতের কাছে ইজরায়েলের কূটনীতিকদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী মোদী আশ্বস্ত করেছেন, অপরাধীদের খুঁজতে এবং শাস্তি দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই মামলার তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে তুলে দিয়েছে ভারত সরকার। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ২০১২ সালে রাজধানীতে ইজরায়েলি দূতাবাসের বাইরে একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল, এবার একই রাস্তায় ইজরায়েলি দূতাবাসের কাছে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয়, কোনও হতাহত হয়নি। এই বিস্ফোরণের পরে সমস্ত সুরক্ষা এজেন্সি উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে, কারণ এই বিস্ফোরণ আরও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে। ভুলে যাবেন না, ইজরায়েলি দূতাবাস এবং ইহুদি ধর্মীয় স্থানগুলি দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী পুতুলের লক্ষ্যে রয়েছে। ১৯৭২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর এরাই জার্মানির মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে রক্ত ঝড়িয়েছিল। তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি অলিম্পিক গেমস ভিলেজ ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার শিকার হবে। গোটা ঘটনাটি ঘটেছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের সামনে। সেই কথা মনে করলে এখনও চোখে জল চলে আসে।

**ভারতের প্রিয় বন্ধু ইজরায়েল**

ইজরায়েল ভারতের অন্যতম প্রায় বন্ধু এবং সবসময় সংকটের সময় ভারতের পাশেই ছিল। ইজরায়েলি দূতাবাস, তাঁদের কূটনীতিক, ইহুদি নাগরিক এবং ইহুদিদের মন্দিরগুলি নিরাপদে থাকবে, এটা নিশ্চিত করা এখন ভারতের দায়িত্ব। যারা তাদের নিশানা করবে তাদের নাস্তানাবুদ করা উচিত। আসলে রাজধানীতে ইজরায়েলি দূতাবাসের কাছে এখনও পর্যন্ত যে দু''টি বিস্ফোরণ হয়েছে, সেখান থেকে খুব কাছেই ইহুদিদের উপাসনালয় (ধর্মীয় স্থান)। এটি লুটিয়েনস দিল্লির হুমায়ুন রোডে অবস্থিত। মোটামুটি অনুমান অনুসারে দিল্লিতে প্রায় এক হাজার ইহুদি বাস করেন। কিছু ইহুদি জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সিতেও কাজ করেন। হুমায়ুন রোডের উপাসনালয় গত মার্চ মাস থেকে করোনার কারণে ভক্তদের জন্য বন্ধ ছিল। রেবিব (মন্দিরের পুরোহিতের সমতুল্য), যিনি এখানে হিন্দি, মারাঠি, ইংরেজি, হিব্রু ভাষায় কথা বলেন, তিনি বলেছিলেন যে অনেক বিদেশী ইহুদি এখানে আসেন। এখানকার সুরক্ষা বেশ ভালই, তবে এটি আরও জোরদার করা যেতে পারে। এই উপাসনালয়টি অত্যন্ত বিশেষ। উপাসনালয়ের একটি অংশে ইহুদিদের কবরস্থানও রয়েছে। চিরনিদ্রায় রয়েছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাত্তরের এক নায়কও। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মহানদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব। তিনি ইহুদি ছিলেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জ্যাকবের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, যিনি পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) অভ্যন্তরে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর ভয়ানক আক্রমণ হেনেছিলেন, তা অনুপ্রেরণাজনক। তাঁর আক্রমণ

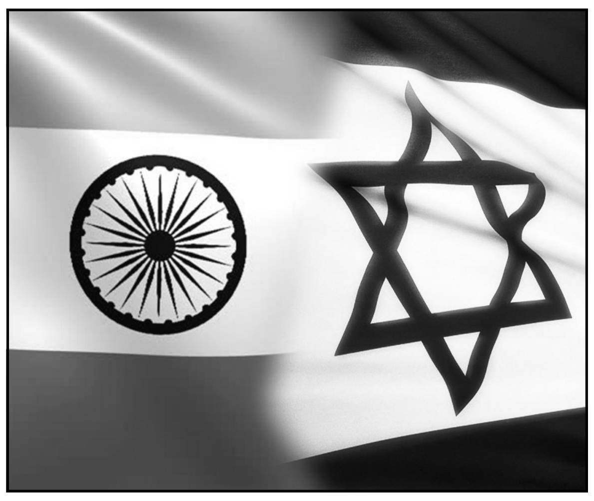

দক্ষতার ফলস্বরূপ, অস্ত্র-সহ নব্বই হাজারেরও বেশি পাকিস্তানি সেনা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, যা আজ অবধি বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক আত্মসমর্পণ। বলা হয়ে থাকে যে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে জেনারেল জ্যাকবের পরিকল্পনা ও যুদ্ধ কৌশল বাস্তবায়ন না করা হলে বাংলাদেশ সহজেই স্বাধীনতা পেত না। তিনি দেশটির ইহুদি সম্প্রদায়ের সম্মানিত সদস্যও ছিলেন।

**বিস্ফোরণে কী ইমরানের হাত?**

বিবেচনা করুন, রাজধানীতে যখন কৃষকদের আন্দোলন চলছে, তখন ইজরায়েলি দূতাবাসের কাছে বিস্ফোরণকে খুব গুরুতর বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কোনও দাবি ছাড়াই এই কৃষকদের সহায়তা করছেন। তাঁর সরকারের আরও কয়েকজন মন্ত্রীও বলছেন যে তারা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছেন। এই পটভূমিতে, আপনি কি ভাবেন না যে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের পিছনে পাকিস্তানের হাত রয়েছে? পাকিস্তান বরাবরই ভারত-ইজরায়েল সম্পর্কের কারণে চিন্তিত। এজন্য হয়তো পাকিস্তানই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে? তাঁদের উদ্দেশ্য ভারত-ইজরায়েল সম্পর্কে নষ্ট করা!

ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, ইজরায়েল ভারতের অত্যন্ত প্রিয় ও কঠিন সময়ের বন্ধু। ভারত যখন কঠিন সমস্যায় পড়েছিল তখন ইজরায়েল ভারতকে সহায়তা করেছিল। ইজরায়েল ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় ভারতকে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তা করেছিল। এই যুদ্ধগুলিতে ইজরায়েল গোপন তথ্য দিয়ে ভারতকে অনেক সহায়তা করেছিল। ধারণা করা হয় যে, ভারতীয় গোয়েন্দা আধিকারিকরা তখন সাইপ্রাস বা তুরস্ক হয়ে ইজরায়েল গিয়েছিলেন। এমনকি তাঁদের পাসপোর্টে স্ট্যাম্পও লাগত না। তাঁদের কেবল একটি কাগজ দেওয়া হয়েছিল, যা ইজরায়েলে আসার প্রমাণ ছিল। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে ইজরায়েলের সহায়তার পর থেকে ভারত এবং ইজরায়েল আরও কাছাকাছি এসেছিল। ইজরায়েল তখন ভারতকে এরিয়াল ড্রোন, লেজার গাইডেড বোমা, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য অস্ত্র সরবরাহ করেছিল।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

# জ্যোতিবসু সরকারের মরিচঝাঁপির হত্যাকাণ্ড ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ চাইতে ও নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডে

**শ্রী দুলাল ঘোষ**

স্বাধীন ভারতের বুকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে জ্যোতি বসু সরকারের আমলে ১৯৭৯ সালের ২৮ শে জানুয়ারি থেকে ৩১ শে জানুয়ারি পর্যন্ত কয়েক দিন ধরে পূর্ব বঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু বাঙালিদের যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তা ইংরেজ আমলের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডকেও হার মানিয়েছে। কয়েকজন ক্ষমতালোভী হিন্দু সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের কারণে নেতাজিকে দেশান্তরী করে ভারতবর্ষটাকে ধর্মের জিগির তুলে ভাগ করে নেয়। যদিও দেশভাগের জন্য জিন্নাকেই দায়ী করা হয়। জিন্নার একার ক্ষমতা ছিল না দেশভাগ করার। আসলে ইংরেজরা বাঙালির বংশধর নেতাজির ভয়ে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়ে ছিলেন। কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা ইংরেজদের দালালি করে নেতাজি যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ইংরেজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষাণা করে তখন লালেরা নেতাজিকে তেজোর কুকুর বলে সভা সমিতি করে মাঠ কাঁপিয়ে তুললেন। অপরদদিকে নেহেরু সহ গান্ধীবাদী নেতারাও নেতাজির বিরুদ্ধে চারণ করলেন। নেহেরু ঘোষণা করলেন নেতাজি আমার সামনে পড়লে আমিই তাকে তারবারি দিয়ে আঘাত করব। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস যে সত্যিকারের দেশকে ভালবেসে নিজে কত দুঃসাহস করে ইংরেজদের চোখে ধূলো দিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে মণিপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েও মুখোসধারী নেতাদের কারণে ব্যর্থ মনোরমে নিরুদ্দেশ হলেন। আর প্রকৃত দেশ প্রেমিক হলেন যুদ্ধ অপরাধী। আবার লালেরাই যখন পাকিস্তান দিতে হবে মুসলীম লীগদের পূর্ব পাকিস্তানের সাথে কলকাতা জুড়ে দিতে হবে। যখন দেশভাগ হল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কল্যাণে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়। আর তখন লালেরা শ্লোগানতুলে এই আজাদি ঝটা হ্যায়। আর শ্যামাপ্রসাদ হয়ে গেলেন সেকুল্যারিজম। ফজলুল হক নেতাজির ভাই শরৎচন্দ্র বসু যখন দেখলেন দেশভাগ হবেই তখন তারা বঙ্গদেশের দাবি তুলে ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের পরিকল্পনা ভেঙ্গে দিল তৎকালীন ইংরেজ নেতারা ও ভারতীয় ক্ষমতা লোভী নেতারা। সেই দলে কংগ্রেস কমিউনিস্ট হিন্দু মহাসভা সবাই ছিলেন। যাইহোক বাঙালি ও পাঞ্জালীদের দুর্ভাগ্য দেশভাগ হলে। পাঞ্জাবীদের জন্য তৎকালীন নেহেরু সরকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালিদের জন্য কিছুই করেনি। একটাই অপরাধ বাঙালি হল নেতাজির বংশধর। আর বাঙালির কারণেই ইংরেজ এদেশ ছাড়ল। আর ইংরেজরা নেহেরুর হাতে রাজ নৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে বাঙালিদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন আর তাদের সহ সঙ্গী ছিলেন কমিউনিস্টরা। আর তাই দেশভাগের পর শত শত বৎসরের ভিটেমাটি তথা সোনার বাংলা ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলীমদের জন্য হলে হিন্দু বাঙালিরা প্রাণভয়ে ইজ্জতের ভয়ে, আক্রান্ত হয়ে স্বাধীন ভারতে আসতে থাকে লাখে লাখে হিন্দু বাঙালিরা। যাদের ৯০ শতাংশ মানুষই ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই জমি বাড়ি ফেলে মানুষ গুলি উদ্বাস্তু। যাদের ছিলনা সঙ্গে খাবার ছিল না অর্থ। এই অসহায় মানুষগুলির বাগ্যে জুটেনি ঠিক করে সরকারি সাহায্য। কিছু কিছু শারণার্থী ক্যাম্পে ৫/৭ জনের পরিবারের ৭৮ টাকা সাহায্য হেয় এক মাসের জন্য ক্যাম্পেগুলি এমন সব জায়গায় ছিল যেখানে জল পর্যন্ত ঠিক করে পাওয়া যেতনা। এ রকমও অনেক দিন গেছে এক গ্লাস জল সংগ্রহ করে খেতে গিয়ে নিজেরা এক গ্লাস জল সংগ্রহ করে খেতে গিয়ে নিজেরা লড়াই করে ৫/৭ জন মারা গেছে। অনেক ক্যাম্পে শিশুরা মায়ের দুধ না পেয়ে খাবার না পেয়ে মারা গেছে। এভাবে প্রতিদিন শত শত লোক মারা গেছে বিভিন্ন ক্যাম্পে। প্রায়েই গাড়ি ভর্তি করে লাশ গুলিকে নিজন জঙ্গলে ফেলে আসত। এই ভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালিদের ভাগ্যে ঘটতে থাকল নিয়তির খেলা। শেষে নেহরু সরকার পুনর্বাসনের নামে দণ্ডকারণ্য উড়িষ্যার গবীর জঙ্গলে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জঙ্গলে নির্বাসন দিতে থাকলে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই সকল জায়গায় বনের পশুদেরও খাবার জুটে না। তাই দণ্ডকারণ্যে যখন পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের ফেলে আসলো তাদেরকে প্রকাশ্যে বাঘ ভাল্লুকে খেয়ে ফেলত। অপরদিকে পূর্ববঙ্গের মানুষেরা যখন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু হয় তখন যেখানকার মানুষদের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু করলে প্রাণের ভয়ে ভারতে আসতে থাকে। আর লালেরা এই সকল মানুষদের নিয়ে রাজনীতি শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা। বামেরা উদ্বাস্তু বাঙালিদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন করে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উদ্বাস্তু বাঙালিদের নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে। শেষ পর্যন্ত জরুরি অবস্থার কারণে ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় আসে পশ্চিমবঙ্গে বামেরা। কারণ এর বামেরা ক্ষমতায় আসার আগে পুর্ব পাকিস্তানের আক্রান্ত বাঙালিরা ভারতে আসার পর যখন গভীর জঙ্গলের নির্বাসনে যেতে রাজী না হলে সরকার নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হত। তাদের এমন খাবার দিত পশুরাও এই খাবার খেত না। যাই হোক বামেরা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দণ্ডকারণ্যের বাঙালিদের মরিচঝাঁপি দ্বীপে তাদের পুনর্বাসনের জন্য বামপন্থী নেতা সতীশ মণ্ডলরা তাদের আহ্বান জানায় তাদের বাংলায় আসার জন্য। শেষ পর্যন্ত রাম চ্যাটার্জী ও সতীশ মণ্ডলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দণ্ডকারণ্যের ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত মানুষ গুলি জ্যোতি বসু সরকারের সাহায্য ছাড়াই সুন্দরবনের দণ্ডকারণ্যে গিয়ে হাজার হাজার উদ্বাস্তু বাঙালিরা নতুন বাসস্থানের খোঁজ বাংলার বুকে আশ্রয় নেয় ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেরা কঠোর পরিশ্রম করে জলের ব্যবস্থা করে মাছ চাষের ব্যবস্থা করে ও বিভিন্ন ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করে। কয়েক মাসের মধ্যেই উদ্বাস্তু বাঙালিরা মরীচঝাঁপি দ্বীপটিকে বসবাসের উপযোগী করে হাজার হাজার মানুষ। অল্পদিনের ব্যবধানেই তারা সেই দ্বীপে বাজার রাস্তাঘাট, ধানের জমি, পুকুর, ইত্যাদি ব্যবস্থা করে এই এলাকার নামে দেয়, নেতাজি নগর। জ্যোতিবসুর সরকার দেখল এই উদ্বাস্তু বাঙালিরা এই কয়েক মাসের মধ্যেই কোন সরকারি সাহায্য ছাড়া, পার্টির সাহায্য ছাড়া অতি সুপরিকল্পিত বাসস্থান গড়ে তোলয়ে দেখল তাদের নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না। তাই জ্যোতিবসু সরকার ভাবল তাদের দেখে আরো উদ্বাস্তু আসতে পারে সেই মোতাবেক মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের তাড়াতে হবে। তাড়াবার জন্য অজুহাত খোঁজা হল যে মরিচঝাঁপিতে বর্হিদেশের লোকেরা এখানে আশ্রয় নিয়ে দেশবিরোধী কাজ করছে সর্বত্র প্রচার চালাতে থাকে। অথচ এই বামেরাই তাদের আনল এখন আবার তাদের উৎখাত করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রথমে মরিচঝাঁপিতে যাওয়া নৌকা, লঞ্চ বন্দ করে দিল হত্যাকাণ্ড ঘটনার ১৫ দিন আগে থেকেই। হাজার হাজার মানুষ খাবার না পেয়ে স্বাধীন ভারতের বুকে বামেদের রাজত্বে যারা ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাদের আনে আজ তারা খাবার না পেয়ে ঘাস লতাপাতা নোনা জল খেয়ে ভাঁচার চে,টা করেও বাঁচতে পারছিল না। এমতাবস্থায় ক্ষুধার্ত মানুষগুলি পার্শ্ববর্তী কুমির বাড়ি দ্বীপে খাবারের সন্দানে ১৫/২০ জনের নারী পুরুষের দল যেতে চাইলে তাদের গুলি করে মারা হয়। তারপর এখনকার উদ্বাস্তুরা যে জল বাঁধ দিয়ে খেত সেখানেও জ্যোতিবসুর পুলিশেরা বিষাক্ত বিষ ঢেলে দিয়ে আসে। সকাল বেলা কয়েকটি শিশু হাত মুখ ধুতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি শিশু মারা গেল। তাদের বাঁচাতে বড়রা নামলে তারাও মারা যায়। এমতাবস্থায় যখন দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু বাঙালিদের উৎখাত করার জন্য জ্যোতিবসুর সরকার নানাবিধ পরিকল্পনা নেয়। দ্বীপে যাওয়ার আগে পাশ্ববর্তী এলাকার মানুষগুলিকে সতর্ত করে দিল তাদের আশ্রয় না দেওয়ার জন্য। দীর্ঘ কয়েকমাস তাদের উপর ক্রামগত আক্রমণ করেও যখন কয়েক হাজার উদ্বাস্তু লতা পাতা খেয়ে বেঁচে রইলো তাদের মারার জন্য ১৯৭৯ সালের ৬ ই মে শত শত লঞ্চ সামরিক অস্ত্র দিয়ে চব্বিশ পরগণার কুখ্যাত পুলিশ অফিসার তাদের নেতৃত্বে রাত্রে যখন ক্ষুধার্ত মানুষ গুলি ঘুমাইতে ছিল তখন নির্বিচারে শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতি গুলিতে বিদ্ধ হতে হল। আগুনে জ্বলতে লাগল দ্বীপটি। আর্ত মানুষের চিৎকারের দ্বীপের পসু পাখীও লজ্জায় কাঁদতে লাগল। এই ঘটনা টানা তিন দিন ধরে চলল। শত শত নাশ লঞ্চ ভরে নিয়ে গেল। হাজার হাজার নিরীহ মানুষের আর্তনাদে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলেও বামপন্থী কমরেড জ্যোতি বসুরা যে ঘৃণ্য অপরাধ করেছে তাও আবার একজন বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নিরীহ উদ্বাস্তু বাঙালিদের হত্যা করতে পারে যা ইংরেজ আমলেও এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হয়নি। যা আমরা দেখেছি বিজন সেতুতে আনন্দমার্গের ১৭ জন সন্ন্যাসীদের মিথ্যা অপবাদ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। যা কমিউনিস্ট দেশেও হাজার হাজার ছাত্রকেও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে দেখি। যা দেখেছি ত্রিপুরার বুকেও আমলে এমন ধরনের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড একমাত্র বোধ হয় কমিউনিস্টশাসকরাই করতে পারে। নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিদের এইভাবে নির্মমভাবে হত্যা করে প্রমাণ করে দিল জ্যোতি বসু সরকার উদ্বাস্তু বাঙালিদের জায়গা পশ্চিমবঙ্গে নেই। তারা ত্রিপুরাতেও বাঙালি খেদা আন্দোলনের নেপথ্যে গণহত্যা করে। আর এর ফল স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ অবাঙালিদের আতুড় ঘর বানিয়ে বাঙালিদের নানাভাবে উৎখাত করে। যার ফল বাঙালিরা আজও ভুগছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কোহিমাতে ২১তম টিসিসি এবং এনইআরপিসি এর বৈঠকে যোগ দেন ত্রিপুরা উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

# অতি তৎপর প্রশাসন, গাজিপুর সীমানায় আটকে দেওয়া হল বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এমনটাই প্রত্যাশা ছিল, আর তাই হল। দিল্লি-উত্তর প্রদেশ লাগোয়া গাজিপুর সীমানায় আটকে দেওয়া হল ১০টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের ১৫ জন সাংসদকে। এই ১৫ জন সাংসদের মধ্যে ছিলেন তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায়, এনসিপি-র সুপ্রিয়া সুলে, ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি এবং শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদল-সহ বিরোধী দলের একাধিক নেতা। বৃহস্পতিবার সকালে আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে দেখা করতে গাজিপুর সীমানায় যান ১৫ জন সাংসদ। কিন্তু, পুলিশ-প্রশাসন তাঁদের আটকে দেয়। পাশাপাশি বিরোধী সাংসদদের দল গাজিপুর পৌঁছনোর আগেই গাজিপুর সীমানায় ব্যারিকেডের কাছে মাটিতে পোঁতা পেরেক তুলে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন ভিডিও এবং ছবিতে দেখা যাচ্ছে গাজিপুর থেকে পেরেক তুলে নেওয়া হয়েছে। আসলে এমনটা নয়।

গাজিপুর সীমানার বেশ কিছু আগেই আটকানো হয় সৌগত, সুপ্রিয়া, হরসিমরতদের। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ দেখা করতে না দেওয়া ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হরসিমরত। তিনি বলেন, "কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি, যাতে সংসদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু স্পিকার বিষয়টি উত্থাপন করতে দিচ্ছেন না আমাদের। তাই আমরা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এসেছি।" সুপ্রিয়া সুলে বলেন, "আমরা সকলে কৃষকদের সমর্থন করছি, সরকারের কাছে অনুরোধ করছি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান করা হোক।" কৃষকদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি না পেয়ে ফিরে আসেন সকলে। কৃষক আন্দোলন নিয়ে ক্রমশ বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই উত্তাল সংসদ। অচলাবস্থা কবে কাটবে তা নিয়ে কোনও দিশা নেই। কৃষক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বেশ কয়েক রাউন্ড বৈঠক হয়েছে, তাও কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। বিগত দু"মাসের বেশি সময় ধরে দিল্লি লাগোয়া সিংঘু, টিকরি এবং গাজিপুর সীমানায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা।

# এবার থেকে ফোনের অ্যাপে ক্লিক করলেই ট্রেনের যাবতীয় তথ্য হাতের মুঠোয়

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): এবার থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে স্মার্ট ফোনে অ্যাপে ক্লিক করলেই ট্রেনের যাবতীয় তথ্য হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন যাত্রীরা। লোকাল ট্রেনের সময়, প্ল্যাটফর্ম নম্বর, গ্যালপিং কি না এ সব জানতে আর হাপিত্যেশ করতে হবে না।

রেলকর্তাদের দাবি, পূর্ব রেলের চারটি ডিভিশনের মধ্যে একমাত্র শিয়ালদহে এই অ্যাপ কার্যকর হয়েছে। সূত্রের দাবি, এখনও পর্যন্ত ১২১টি রেকে জিপিআরএস ডিভাইস লাগানো হয়েছে। যার মাধ্যমে লোকালের যাবতীয় নাড়ি-নক্ষত্র জানা সহজ হয়ে গিয়েছে। আগামিদিনে শিয়ালদহ থেকে ছাড়া দূরপাল্লার ট্রেনেও এই ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে বলে আশাবাদী রেলকর্তারা।

'শিয়ালদহ সাবার্বান ট্র্যাকিং সিস্টেম' (এসএসটিএস) গুগল স্টোরে গিয়ে এই শব্দবন্ধ টাইপ করলেই দেশের ব্যস্ততম স্টেশনের লোকাল ট্রেনের যাবতীয় তথ্য উঠে আসবে মুঠো ফোনে। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন সম্প্রতি এই অনন্য নজির গড়েছে। প্রাক-করোনা পর্বে দিনে প্রায় ২০ থেকে ২২ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতেন শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে। যা গোটা দেশে রেকর্ড। এখন যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই এই অত্যাধুনিক অ্যাপ তৈরি করল শিয়ালদহ ডিভিশন।

কল্যাণী লোকাল ধরতে গিয়ে আগে স্টেশনে পৌঁছে হুড়োহুড়ির মধ্যে ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত। এই নয়া অ্যাপে আগে থেকে ক্লিক করলে কল্যাণী লোকালের টাইম, কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে, ট্রেনটি গন্তব্যে পৌঁছনোর সম্ভাব্য সময় জানিয়ে দেবে এই অ্যাপ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে লোকালের 'রিয়েল টাইম আপডেট' হাতে হাতে পাবেন যাত্রীরা। অর্থাৎ শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে কোন সময়ে কোন স্টেশন পৌঁছবে, সবটাই দেখা যাবে মোবাইলের স্ক্রিনে।

সূত্রের খবর, ৩ সেকেন্ড অন্তর 'আপডেট' আসবে অ্যাপে। ফুটে উঠবে শিয়ালদহ ছেড়ে যাওয়া কিংবা এই স্টেশনের দিকে আসা লোকালের গতিবিধি সংক্রান্ত চিত্র। এমনকী সংশ্লিষ্ট ট্রেনটি কত বগির, গ্যালপিং কি না, তাও জানা যাবে।শিয়ালদহ শাখায় মোট তিনটি লাইন রয়েছে। নর্থ, সাউথ এবং মেইন লাইন। প্রাক-করোনা পর্বে সব মিলিয়ে মোট ৯১৩টি লোকাল চলত। বর্তমানে করোনা আবহে ১০০ শতাংশ লোকাল না চললেও, ৯০ শতাংশের বেশি ট্রেন চলছে। সেই সূত্রে এই বিরাট সংখ্যক ট্রেনের যাবতীয় সুলুক সন্ধানে শিয়ালদহ ডিভিশনের অফিসারদের তৈরি এই বিশেষ প্রযুক্তি নয়া দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২১ হবে জুলাই মাসে

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২১ আগামী জুলাই মাসে আয়োজিত হবে। বৃহস্পতিবার পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের তরফে একথা জানানো হয়। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে এবং সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এদিন প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, অতিমারির কারণে, ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা ২০২১ তার নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। মেলার সময় পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আশা করা যায়, খুব দ্রুত আমরা অতিমারির সংকট কাটিয়ে উঠতে পারব। আগামী আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ফোকাল থিম কান্ট্রি বাংলাদেশ। ২০২১ সাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ। একইসঙ্গে ২০২১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ৫০ বছর। তাই আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২১ উৎসর্গ করা হবে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার নামে।একইসঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-র ১২৫তম জন্ম বর্ষ ও সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষও পালিত হবে আগামী আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায়। গত ২০২০ সাল বিষাদময় বছর। অনেক সাহিত্যিক তথা গুণিজন যেমন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, আনিসুজ্জামান, দেবেশ রায়, নিমাই ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, স্বপন মজুমদার প্রমুখ আরও অনেকে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আগামী আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাব সেইসব বিশিষ্টজনেদের স্মৃতির প্রতি। রাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন, আই.সি.এস.সি, সি.বি.এস.সি বোর্ডের পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সূচির কারণে ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২১ আগামী জুলাই মাসে আয়োজিত হবে। স্থান সেন্ট্রাল পার্ক, সল্টলেক। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনেই মেলা আয়োজন করা হবে। আমরা আশা করি, ততদিনে আন্তর্জাতিক উড়ান চলাচল শুরু হবে এবং অন্যান্যবারের মতোই এবারেও বইমেলায় বিভিন্ন দেশের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আমরা পাব। ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রকাশক, পুস্তকবিক্রেতা, লিটল ম্যাগাজিন ও অন্যান্য সব আবেদনপত্র গিল্ড অফিসে জমা নেওয়া শুরু হবে আগামী ১ মার্চ ২০২১ থেকে।

# করিমগঞ্জের দুটি আদালত স্থানান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিতে জেলাশাসকে স্মারকপত্র উকিল সংস্থার

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করিমগঞ্জের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকা চাঁদশ্রীকোণায় জেলার আদালত সমূহ স্থানান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে দুই বার সংস্থা সরব হয়ে উঠেছে। মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত এবং জেলা ও দায়রা জজের আদালত শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিতে স্মারকপত্র প্রদান করেছে জেলার দুটি বার সংস্থা। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেট বার এবং ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা মঙ্গলবার যৌথভাবে জেলাশাসক আনবামুথান এমপির হাতে স্মারকপত্রটি তুলে দেন।

গত মাসের ২৫ এবং ২৭ তারিখ জেলার এই দুই বার সংস্থা আদালত স্থানান্তর প্রক্রিয়ার বিষয় নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে নাগরিক সভার আয়োজন করেছিল। ওই নাগরিক সভাগুলোতে জেলার সচেতন নাগরিকরা আদালত স্থানান্তরের তীব্র বিরোধিতা করে ক্ষোভ ব্যযক্ত করেছিলেন। দুটি নাগরিক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মঙ্গলবার দুই বার অ্যাসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে আদালত স্থানান্তরের জন্য আবণ্টিত জমির অ্যা লোটমেন্ট বাতিলের দাবি জানিয়ে জেলাশাসকের হাতে স্মারকপত্রটি তুলে দেওয়া হয়। চাঁদশ্রীকোণায় যেখানে আদালতগুলো স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে, শহরের সঙ্গে সেই জায়গার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। সেই সঙ্গে বর্তমান আধুনিক যুগে প্রতিটি কাজে ইন্টারনেট পরিষেবা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু চাঁদশ্রীকোণা আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় থাকার দরুন সেখানকার ইন্টারনেট পরিষেবা অত্যন্ত দুর্বল। সেই সঙ্গে চাঁদশ্রীকোণা ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী এলাকায় থাকার ফলে নিরাপত্তার বিষয়টিও অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আদালত স্থানান্তরের ফলে যে সমস্যা দেখা দেবে এ নিয়ে আইনজীবী সহ আমজনতা উষ্মা প্রকাশ করেছেন। উত্তর করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী চাঁদশ্রীকোণায় জেলার আদালত স্থানান্তরের বিরুদ্ধে আইনজীবীরা প্রথম থেকেই সরব। এবার স্থানান্তর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আইনজীবীদের সঙ্গে সরব হয়েছেন জেলার বুদ্ধিজীবী সহ সচেতন নাগরিকরাও।

করিমগঞ্জ জেলার আইনজীবীরা তাঁদের সংস্থার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মুখ্যেমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইতিমধ্যে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার চাইছে জেলার সবগুলো আদালতকে একই ক্যা ম্পাসে নিয়ে আসতে। গুয়াহাটি উচ্চ আদালত নাকি বলেছে, কম্পোজিট কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণের মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ জমির অভাব রয়েছে করিমগঞ্জের বিদ্যমান আদালত চত্বরে। করিমগঞ্জ বার অ্যা সোসিয়েশনের সভাপতি আতিকুলবারী চৌধুরী এ প্রসঙ্গে জানান, উচ্চ আদালতের পত্র পাওয়ার পর বার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা প্রশ্ন তুলেন, এখানে যদি পর্যাপ্ত জমি নেই তা-হলে, মাত্র দু-বছর আগে কম্পোজিট কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণের জন্য জেলা ও দায়রা জজ কোর্ট ক্যাম্পাসের জমি নির্ধারণ জ্বিসিক্স মডেলের স্ক্যাচ (ম্যাপ) বহু অর্থ ব্যয় করে তৈরি করা হয়েছিল কেন? প্রস্তাবিত নতুন কম্পোজিট বিল্ডিঙে জেলার দুটি আদালতকে একই ছাদের তলায় নিয়ে এসে দুটি আইনজীবী বারের উকিলদেরও বসার ব্যেবস্থা করে দেওয়ারও কথা ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাক্তন জেলা ও দায়রা জজ উৎপল প্রসাদ জেলাশাসকের কাছে প্রেরিত এক পত্রে জেলার দুটি আদালত অর্থাৎ জেলা ও দায়রা জজের আদালত এবং মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত আন্তর্জাতিক সীমান্তঘেঁষা চাঁদশ্রীকোণায় স্থানান্তর করার প্রস্তাব দেন বলে বার সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে। জেলাশাসক পরবর্তীতে চাঁদশ্রীকোণা মৌজার ভারত-বাংলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে কম্পোজিট বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ২৪ বিঘা জমির ব্যবস্থা করেন। ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করে বলা হয়, শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত জেলা ও দায়রা জজের আদালত ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত জমি থাকা সত্ত্বেও, জেলা সদর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন চাঁদশ্রীকোণায় আদালত সমূহের স্থানান্তর সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

জেলার উভয় বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীরা আরও বলেন, সাব জুডিশিয়াল কোর্ট চাঁদশ্রীকোণায় চলে গেলে এগজিকিউটিভ কোর্টগুলোতে মামলা লড়তে আইনজীবীদের সেখান থেকে বার বার জেলাশাসকের কার্যালয়ে ছুটে আসতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মামলার সঙ্গে জড়িত আগত সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মোকাবিলা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সীমান্তঘেঁষা চাঁদশ্রীকোণায় আদালত স্থানান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিতে জেলাশাসকের হাতে প্রদত্ত স্মারকপত্রে সই করেছেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বার অ্যা সোসিয়েশনের সভাপতি বলাই চক্রবর্তী, সম্পাদক রাজুচন্দ্র দেব, ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যা সোসিয়েশনের সভাপতি আতিকুলবারী চৌধুরী এবং সম্পাদক দুলুরঞ্জন দাস।

# রান্নার গ্যাসের দাম একলাফে ২৫ টাকা বাড়ল, বাড়ল পেট্রল ডিজেলের দামও

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): বাজেটে আশ্বাসই সার, প্রমাণ হল ৭২ ঘণ্টারও কম সময়ে। মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ রান্নার গ্যাসের দামে। এক লাফে রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল ২৫ টাকা। বাজারে সবজির দাম কিছুটা কমায় জনতা যখন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচার উপক্রম করছিল, ঠিক তখনই আরও একবার নাভিশ্বাস তুলতে চলেছে গ্যাসের দাম। প্রসঙ্গত এ বছর গ্যাসের ভর্তুকি গত বছরের তুলনায় অর্ধেক করে দিয়েছে দিল্লি। বুধবার যে ১৪.২ কেজির গ্যাস কলকাতাবাসী কিনেছে ৭২০ টাকা ৫০ পয়সায়. আজ থেকেই সেই গ্যাস কিনতে হবে ৭৪৫ টাকা ৫০ পয়সায়। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই নিয়ে ৩ বার বাড়ল। দিল্লিতে এই মুহূর্তে গ্যাসের দাম ৭১৯ টাকা, মুইতে ৭১৯ টাকা, চেন্নাইতে ৭৩৫ টাকা। এবারের বাজেটে কেন্দ্র পেট্রলে লিটার প্রতি ২ টাকা ৫০ পয়সা এবং ডিজেলে ৪ টাকা সেস বসানোর কথা বলেছিল। মধ্যবিত্তর ঘাম ছুটেছিল সেই ঘোষণায়। কেন্দ্র যদিও বলেছিল এর প্রভাব দামে পড়বে না। কিন্তু ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ল পেট্রল ডিজেলের দামও। ৪ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পেট্রলের দাম বেড়েছে ৩৫ পয়সা। নতুন দাম হয়েছে ৮৬.৬৫ টাকা প্রতি লিটার। ডিজেলের দামও ৩৫ পয়সা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬.৮৩ টাকা প্রতি লিটার। কলকাতায় পেট্রোলের দাম কালও ছিল ৮৭.৬৯ পয়সা। এদিন দাম বেড়ে হয়েছে ৮৮.০১ টাকা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# দুর্ঘটনার কবলে প্রিয়াঙ্কার কনভয়, হতাহতের খবর নেই

লখনউ, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের রামপুরে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার কনভয়। প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে কৃষকদের ট্রাক্টর মিছিলের সময় পুলিশের গুলিতে মারা যান নবনীত সিং নামে একজন কৃষক, ওই কৃষকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে বৃহস্পতিবার সকালেই রামপুরের উদ্দেশে রওনা দেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু, সকালেই হাপুর রোডে প্রিয়াঙ্কার কনভয়ের দু"টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। যদিও, এই দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রিয়াঙ্কা সুরক্ষিত রয়েছেন। কনভয়ের একটি গাড়ির কোনও যান্ত্রিক সমস্যা হওয়াতে চালক আচমকা ব্রেক কষেন। ফলে পিছনে থাকা কনভয়ের অন্য একটি গাড়ি এসে সামনের গাড়িতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় কয়েকটি গাড়ির সামান্য ক্ষতি হলেও চালক বা কোনও যাত্রী জখম হননি। সুস্থ রয়েছেন প্রিয়াঙ্কাও।

# ভারতের সঙ্গে টার্মিনাল চুক্তি বাতিল শ্রীলঙ্কার

কলম্বো, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): দেশজোড়া বিক্ষোভের মুখে শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে কলম্বো বন্দর সংলগ্ন টার্মিনাল চুক্তি বাতিল করল শ্রীলঙ্কা সরকার।বন্দরের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরে তীব্র বিক্ষোভ চলছিল দেশটিতে। এই বিক্ষোভের জেরে শেষ পর্যন্ত চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় মহিন্দা রাজাপক্ষের সরকার। ২০১৯-এ কলম্বো বন্দরের পূর্বে একটি টার্মিনাল গড়ার জন্য ভারতের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজাপাক্ষে। চুক্তির তৃতীয় পক্ষ ছিল জাপান। ঠিক হয় প্রস্তাবিত টার্মিনালের ৪৯ শতাংশ শেয়ার ভারত ও জাপানের হাতে থাকবে।

বাকি অংশের মালিকানা পাবে শ্রীলঙ্কা সরকার। তারাই টার্মিনাল নিয়ন্ত্রণ করবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিল গুজরাটের আদানি গোষ্ঠী। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামে সেদেশের ২৩টি শ্রমিক সংগঠন। সাধারণ মানুষের একাংশ বন্দরে ভারতীয় অংশীদারিত্বের বিরোধিতায় সরব হন। শ্রীলঙ্কা সরকার ও প্রশাসনের অন্দরেও চুক্তি নিয়ে আপত্তি ওঠে।

এরপরেই চুক্তি বাতিলের কথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাক্ষে।এদিকে ২০১৯ সালের ওই চুক্তি বাতিল করলেও কলম্বো বন্দরের পশ্চিমে আর একটি টার্মিনাল উন্নয়ন প্রকল্পে ভারত ও জাপানকে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে শ্রীলঙ্কা হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

# এখনও কৃষকদের পাশেই জানিয়ে দিলেন অনড় গ্রেটা

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): এফআইআর দায়ের হলেও ভারতের কৃষকদের পাশেই আছেন পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ গ্রেটা থুনবার্গ । বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার পরই ফের টুইট করে গ্রেটা জানিয়ে দেন, এরপরও তিনি কৃষকদের পাশেই আছেন।

আড়াই মাস ধরে দিল্লি সীমান্তে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন কৃষকরা। সমর্থন জানিয়ে টুইট করেন মার্কিন পপস্টার রিহানা। তার পর সুইডেনের পরিবেশ আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। মঙ্গলবার রাতে থুনবার্গ টুইটারে একটি প্রতিবেদনের লিঙ্ক শেয়ার করেন। কৃষকদের প্রতিবাদস্থলে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের কথা লেখা হয়েছে সেখানে।

সেই লিঙ্ক শেয়ার করে থুনবার্গ লেখেন, 'ভারতে কৃষকদের প্রতিবাদের পাশে রয়েছি।' এর পর তিনি কৃষকদের সাহায্যের জন্য একটি টুলকিটের লিঙ্কও পোস্ট করেন। এবার এই কারণেই এফআইআর এই পরিবেশ আন্দোলনকর্মীর বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে দু'টি ধারা দায়ের হল মামলা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ (ধর্ম, জাতির ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদে প্ররোচনা), ১২০বি (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) ধারায় থুনবার্গের নামে এফআইআর দায়ের হল। দিল্লি পুলিশের সাইবার সেল তদন্ত করছে।

তবে এফআইআর-এ না দমে গ্রেটা তৃতীয় টুইট করেন। তাঁর তৃতীয় টুইটে গ্রেটা জানিয়ে দিয়েছেন, "আমি এখনও কৃষকদের পাশেই আছি এবং তাঁদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সমর্থন করছি। কোনও ঘৃণা, হুমকি কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘন তা বদলাতে পারবে না।"

# ৩১ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ১১,৮৩৩, মোট করোনা-মুক্ত ৫.০৫ লক্ষ

ইসলামাবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানে নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুও নিম্নমুখী। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫০৮ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৩১ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ১১,৮৩৩ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৪০ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৫ লক্ষ ০৫ হাজার ৮১৮ জন।

বৃহস্পতিবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫০৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩১ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৫০,৫৪০। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩২,৮৮৯। এযাবৎ পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৫,০৫,৮১৮ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৩.৪১ শতাংশ।

# শিলচরে কংগ্রেসের 'জনহুংকার' বাইক মিছিল, বিজেপি সরকারকে উৎখাতের ডাক

**শিলচর (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** বৃহস্পতিবার শিলচরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আয়োজনে 'জনহুংকার' বাইক মিছিল সংগঠিত হয়েছে। গরিব জনগণের স্বার্থ বিরোধী নীতির জন্য বর্তমানে মানুষের মধ্যে চতুর্দিকে হাহাকার বিরাজ করছে। তাই গরিব বিরোধী বিজেপি সরকারকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উৎখাতের ডাক দিলেন কংগ্রেস নেতারা।

আজ শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয় থেকে অসংখ্য কংগ্রেস কর্মী নেতারা দীর্ঘ পনেরো কিলোমিটার সোনাবাড়িঘাট পর্যন্ত বিশাল বাইক মিছিল করে এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। কংগ্রেসের এই বাইক মিছিলের নাম দেওয়া হয় জনহুংকার রেলি। দীর্ঘ রাস্তায় বিজেপি সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে নানা স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে হাতে নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একের পর এক স্লোগান দিতে থাকেন কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। মূলত যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল বাইক রেলিতে কংগ্রেস জিন্দাবাদ, এনএসইউআই জিন্দাবাদ, যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ, রিপুন বরা জিন্দাবাদ, সুস্মিতা দেব জিন্দাবাদ, বিজেপি হায় হায় প্রভৃতি আওয়াজে মুখরিত করে তোলা হয় সমগ্র এলাকা।

বাইক মিছিলে অংশ নেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ রিপুন বরা, সাংসদ তথা কংগ্রেসের ক্যাম্পেইন কমিটির চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ বরদলৈ, বিহারের বিধায়ক শাকিল আহমদ, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব, জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ কুমার দে, কংগ্রেস আমলের তিন প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেন, অজিত সিং, গিরিন্দ্র মল্লিক, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক তথা কাছাড়ের নির্বাচনি ইনচার্জ রামান্না বরুয়া, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি কমরুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক দাইয়ান হুসেন সহ জেলা কংগ্রেস ও দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মকর্তারা।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## বাবা হলেন কপিল
## পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন স্ত্রী গিনি

ফের বাবা হলেন কপিল শর্মা। তাঁর স্ত্রী গিনি চাতরাথ সোমবার সকালে এক ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কপিল টুইটারে তাঁর ভক্তদের এই সুখবরটি দিয়েছেন। কমেডিয়ান এও জানিয়েছেন যে মা এবং সন্তান, দুজনেই সুস্থ রয়েছেন। শুভ কামনা ও প্রার্থনার জন্য অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন কপিল। টুইটারে কপিল শর্মা লিখেছেন, "নমস্কর। আমাদের আজ সকালে পুত্রসন্তান হয়েছে। ঈশ্বরের কৃপায়, শিশু এবং মা দুজনেই ভাল আছেন। ভালবাসা ও প্রার্থনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আপনাদের অনেক ভালবাসা। গিন্নি ও কপিল।" কপিলের এই টুইটের প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন অনুরাগীরা। শুভেচ্ছাবার্তায় ভরে গিয়েছেন তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট। সদ্যোজাতকে আশীর্বাদও করেছেন অনেকে। অনেকে তাঁদের ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। এর আগে টুইটারে এই কমেডিয়ান তাঁর দ্বিতীয়বারের বাবা হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন। একজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, কপিল শর্মা শো কেন অফ এয়ার হয়ে গেল? তার উত্তরে কমেডিয়াল লিখেছিলেন, তাঁর স্ত্রী গিনি সন্তানসম্ভবা। তাঁরা দ্বিতীয় সন্তানকে স্বাগত জানাতে চলেছেন। তাই এইসময় তাঁকে বাড়িতে থাকতে হবে। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগই জানা যায় মাত্র কয়েক দিনের জন্যই টেলিভিশন থেকে উধাও হচ্ছে 'দ্য কপিল শর্মা শো'। কপিল শর্মার স্ত্রী গিনি চাতরাথ এখন গর্ভবতী। পরের মাসেই তিনি মা হতে চলেছেন। এই সময় কপিল কাজ থেকে বিরতি নিতে চাইছেন। যাতে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একটু বেশি সময় কাটাতে পারেন, তাই এই সিদ্ধান্ত। তবে যেহেতু কিছু এপিসোড আগে থেকেই শুট করা ছিল তাই কয়েক সপ্তাহ এখন দর্শক 'দ কপিল শর্মা' শোয়ের মজা নিতে পারবেন। কিন্তু জমে থাকা এপিসোড শেষ হলেই বন্ধ হবে শো। তবে তা হতে এখনও এক থেকে দু মাস বাকি। তবে এও শোনা যায়, সোনি টেলিভিশন নাকি কিছু ক্রিয়েটিভ চেঞ্জ করতে চাইছে। তাই অল্প কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকছে 'দ্য কপিল শর্মা শো'। তারপর নতুন ভাবে, নতুন আমেজ নিয়ে ফের টেলিভিশনে ফিরবে এই জনপ্রিয় কমেডি অনুষ্ঠান। সূত্রের খবর মাত্র কয়েক সপ্তাহই দর্শক তাদের প্রিয় অনুষ্ঠানকে মিস করবে।

## এবছর আর কোনও নতুন ছবিতে সই করছেন না মিমি

বহুদিন পরে জলপাইগুড়ির বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী তথা তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। সেখান থেকে কোয়ালিটি টাইম কাটিয়ে কলকাতা ফিরেছেন অভিনেত্রী। জলপাইগুড়ির থেকে নানা মজার মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন মিমি। সম্প্রতি বাজি ছবির ডাবিং শেষ করেছেন অভিনেত্রী। এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন জিৎ। তবে এবছর আর নতুন কোনও ছবির কাজ নেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিমি। একের পর এক সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই লকডাউনের মধ্যে। তাই নতুন কোনও ছবিতে এই মুহূর্তে হাত দেবেন না বলেই স্থির করেছেন তিনি।

মিমি বলছেন, আমার মনে হয় নতুন ছবিতে সই করার আরও কোনও মানে নেই। কারণ সিনেমা হল বন্ধ। মানুষ যদি সিনেমা দেখতেই না আসে তা হলে আর শ্যুটিং করে কী লাভ। আশা করছি আগামী বছরের প্রথম দিকেই ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে। তখন ক্রমশ সব ঠিক হবে।

ছবির শ্যুটিং আপাতত না থাকলেও সময় ভালোভাবেই কাটছে মিমির। সম্প্রতি দুটি কেক তৈরি করেছেন অভিনেত্রী। একটি তাঁর দুই পোষ্য সারমেয়র জন্য। আর একটি পরিবারের জন্য। মিমির কথায় তিনিই তাঁর দুই পোষ্য চিকু ও ম্যাক্সের স্যান্তা ক্লজ। তাই বড়দিনে তাদের উপহারে ভরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অভিনেত্রীরই উপরে। মিমি ঠিক করেছেন দুজনের জন্য খেলনা কিনবেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ড্রাকুলা স্যর। অনির্বাণ ভট্টাচার্যের বিপরীতে অভিনয় করেছেন মিমি চক্রবর্তী। দুজনের অভিনয়ই প্রশংসা পাচ্ছে। হইচই-তেও এই ছবি দেখা যাচ্ছে।

## এবার হিন্দি ছবিতে রুক্মিণী, বিদ্যুৎ জামালের বিপরীতে দেখা যাবে বঙ্গতনয়াকে

বলিউডে ডেবিউ করতে চলেছেন রুক্মিণী মৈত্র। বছরের গোড়াতেই সুখবর দিলেন রুক্মিণী মৈত্র। তাও আবার সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন। জানালেন এবার বলিউডে পাড়ি দিচ্ছেন তিনি। বিদ্যুৎ জামালের বিপরীতে দেখা যাবে তাঁকে। ইনস্টাগ্রামে তাঁর বলিউডের প্রথম ছবির পোস্টারও শেয়ার করেছেন রুক্মিণী।

ছবির নাম 'সনক'। জানা গিয়েছে রুক্মিণী মৈত্র ও বিদ্যুৎ জামাল ছাড়াও ছবিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন নেহা ধুপিয়া ও চন্দন রায় সান্যাল। তবে ছবির গল্প নিয়ে এখনও কিছু জানাননি রুক্মিণী। ছবিটি প্রযোজনা করছেন বিপুল শাহ। পরিচালনা করেছেন কনিষ্ক বর্মা। ছবির যে তিনটি পোস্টার শেয়ার করেছেন রুক্মিণী, সেখানে শুধু বিদ্যুৎ জামালেরই ছবি রয়েছে। সম্ভবত পরের পোস্টারগুলিতে চোখে পড়তে পারেন রুক্মিণী। এটি রুক্মিণীর প্রথম বলিউড ছবি। তাই ছবির পোস্টার শেয়ার করে অনুরাগীদের আশীর্বাদ ও শুভকামনার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

কিন্তু বলিউডের পরিচালকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল কীভাবে? রুক্মিণী জানিয়েছেন তাঁর প্রোফাইল দেখে পছন্দ হয়েছিল বিপুল শাহের। তিনিই রুক্মিণীর ছবি কনিষ্ক বর্মাকে দেখান। তারপরই আসে অডিশনের ডাক। তখন অভিনেত্রী অন্য ছবির প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। তাই প্রস্তাব পাওয়ার প্রায় একমাস পরে তিনি অডিশনের রেকর্ডিং পাঠিয়েছিলেন মুম্বইয়ে। তাঁর অডিশন পছন্দ হয় প্রযোজক ও পরিচালকের। তারপরই ছবি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

প্রসঙ্গত, রুক্মিণীর গ্ল্যামার জগতে পদার্পণ বেশ অল্প বয়সে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে মডেলিং দিয়ে কেরিয়ার শুরু করেন তিনি। টলিউডে তাঁর প্রথম ছবি রিলিজ করে ২০১৭ সালে। ছবির নাম 'চ্যাম্প'। বিপরীতে ছিলেন দেব। সেই শুরু। তারপর থেকে বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। যেমন- 'কবীর', 'পাসওয়ার্ড', 'ককপিট', 'কিডন্যাপ'। বেশিরভাগ ছবিতেই দেবের বিপরীতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এখনও পর্যন্ত তাঁর শেষ ছবি 'সুইজারল্যান্ড'। এই ছবিটি মুক্তি পেয়েছে আনলক পর্বে। ছবিতে তাঁর বিপরীতে রয়েছেন আবির চট্টোপাধ্যায়। আর তারপরই বঙ্গতনয়ার বলিউড পাড়ি। বিদ্যুৎ জামালের বিপরীতে হিন্দি ছবিতে ডেবিউটা সেরেই ফেলছেন নায়িকা।

## বলিউডের সঙ্গে টলিউডের একটাই পার্থক্য, জানালেন যীশু সেনগুপ্ত

টলিউডের হার্টথ্রব অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত। কিন্তু এখন বলিউডেও পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছেন অভিনেতা। পিকু, মর্দানি-সহ বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন যীশু। বলা ভাল কলকাতা ও মুম্বই এই দুই শহরেই সমান ভাবে কাজ করছেন তিনি। সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দুই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বললেন।

বলিউড ও টলিউডে কাজের ধরনের মধ্যে কতটা মিল বা তফাৎ রয়েছে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁকে। দুই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার ধরনের মধ্যে সেভাবে ফারাক নেই। বরং বেশ মিল রয়েছে বলেই জানান যীশু। কিন্তু তবুও একটা তফাৎ রয়েছে।

অভিনেতা বলেছেন, মানুষ এখানে যে ভাবে কাজ করে, ওখানেও একই ভাবে কাজ করে। কাজের ধরনে কোনও ফারাক নেই। একমাত্র তফাৎ রয়েছে পারিশ্রমিকে।

সম্প্রতি যীশু সেনগুপ্তর ছবি দুর্গামতী মুক্তি পেয়েছে বলিউডে। জি অশোর পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ভূমি পেডনেকর। ২০১৮ সালে তেলুগু ছবি ভাগমথী মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছবিরই রিমেক দুর্গামতী। এটি আমাজন প্রাইমে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়া বলিউডের মণিকর্ণিকা, শকুন্তলা দেবী সহ আরও বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করেছেন যীশু।

সাদা চাদরের মাঝে প্রেমে মজে গৌরব-জেসমিন, ভাইরাল সেই রোম্যান্টিক ভিডিও

কলকাতা-বহুদিন ধরেই সম্পর্কে রয়েছেন অভিনেতা গৌরব মন্ডল এবং জেসমিন রায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই নিজেদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেন। এই টেলি তারকা জুটির ভক্তের সংখ্যাও কম নয়। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে এই শীতেও পারদ চড়ালেন গৌরব ও জেসমিন।

ভিডিওর প্রতিটি ফ্রেমে ধরা পড়লো তাদের উষ্ণ রসায়ন। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে সাদা চাদরের মাঝে পরস্পরের প্রেমে মজে রয়েছেন গৌরব ও জেসমিন।

কখনও আবার খুনসুটি করে জেসমিন গৌরবের নাক কামড়ে ধরছেন। ভিডিওয় দুজনেই এমন নানা মিষ্টি রোম্যান্টিক মুহূর্ত তৈরি করেছেন। আর তাই দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা। ভিডিওয় গৌরবকে দেখা যাচ্ছে সাদা ভেস্টে।

অন্যদিকে জেসমিন পরে রয়েছেন সাদা ওভারসাইজড শার্ট। ব্যাকগ্রাউন্ড এ চলছে হিন্দি প্রেমের গান। দুজনকে ঠিক কোনও ছবির রোম্যান্টিক জুটির মতোই লাগছে।

প্রসঙ্গত গৌরব ও জেসমিন দুজনেই টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ। বিভিন্ন জনপ্রিয় ধারাবাহিকে তাদের অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। বলিষ্ঠ চেহারা আর গৌরবের ভক্তের সংখ্যা মোটেই কম নয়। তেমনই জেসমিনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ অনেকে। এই জুটির ভক্তের সংখ্যা তাই মোটেই হাতে গুনে শেষ করা যাবে না।

আর সেজন্যই ভক্তদের প্রশ্ন হবে দুজনকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে দেখা যাবে। পুজোর সময় ও বেশকিছু ছবি একসঙ্গে শেয়ার করেছিলেন গৌরব ও জেসমিন এগুলি দেখে তাদের ভক্তদের মনে হয়েছিল খুব শীঘ্রই হয়তো বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন দুজনে।

## ফের বলিউডে পাড়ি বাঙালির, হিন্দি ছবি বানাচ্ছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়

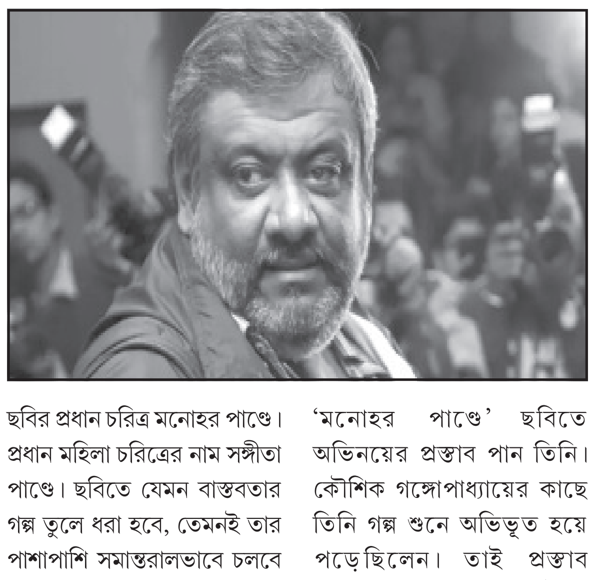

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ছবি মনোহর পাণ্ডে। বাংলা ছবির দর্শককে তিনি বহুদিন থেকেই মুগ্ধ করছেন। এবার বলিউডে পাড়ি জমাতে চলেছেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার শুরু হয়েছে তাঁর প্রথম হিন্দি ছবির কাজ।

ছবির নাম 'মনোহর পাণ্ডে'। ছবিটি প্রযোজনা করছে সুরিন্দর ফিল্মস। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন সৌরভ শুক্লা, রঘুবীর যাদব এবং সুপ্রিয়া পাঠক কাপুর। এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে ছবিটি বাস্তব ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়া যাচ্ছে গোটা দেশ। এখন পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেও গত বছর করোনা প্রাদুর্ভাবের গোড়ার দিকে পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল। করোনার ফলে পালটে যায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনধারা। চাকরি খোয়াতে হয় বহু মানুষকে। অনেক পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফেরার পথে প্রাণ হারান। করোনা কালের সেই সব মর্মান্তিক কাহিনি ফুটিয়ে তোলা হবে 'মনোহর পাণ্ডে' ছবিতে। ছবির প্রধান চরিত্র মনোহর পাণ্ডে। প্রধান মহিলা চরিত্রের নাম সঙ্গীতা পাণ্ডে। ছবিতে যেমন বাস্তবতার গল্প তুলে ধরা হবে, তেমনই তার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলবে ভালবাসার গল্প।

পরিচালক জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে অনেক কিছু দেখেছেন তিনি। অভিজ্ঞতার ঝুলি তাঁর বিভিন্ন ঘটনায় ভর্তি। সেই সব গল্পই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ছবিতে। সাধারণ মানুষের জীবন করোনা কালে যেভাবে পালটে গিয়েছে তারই প্রতিফলন থাকবে 'মনোহর পাণ্ডে' ছবিতে। ছবিতে অন্যতম প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌরভ শুক্লা। তিনি জানিয়েছেন, নভেম্বর মাসে 'মনোহর পাণ্ডে' ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব পান তিনি। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তিনি গল্প শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাই প্রস্তাব ফেরানোর কথাই ওঠেনি। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান তিনি। অন্যদিকে কলকাতায় শুটিং করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছেন অভিনেত্রী সুপ্রিয়া পাঠক।

এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে 'মনোহর পাণ্ডে' ছবির কিছুটা অংশের শুটিং হবে উত্তরবঙ্গে। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালকও একজন বাঙালি। তিনি জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে বাংলার কোনও অভিনেতাকে ছবিতে দেখা যাবে কিনা, তা এখনও জানা যায়নি।

## অস্কার এবং একাধিক এমি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী অভিনেত্রী ক্লোরিস লিচম্যান

বছরের গোড়াতেই দুঃসংবাদ। প্রয়াত হলেন অস্কার এবং একাধিক এমি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী অভিনেত্রী ক্লোরিস লিচম্যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। ক্যালিফোর্নিয়ার এনকিনিটাসে মঙ্গলবার বয়সজনিত কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। 'দ্য মেরি টাইলার মুর শো'-তে ফিলিস লিন্ড্রস্টম খেলার জন্য বিখাত তিনি।

অভিনেত্রীর দীর্ঘদিনের ম্যানেজার জুলিয়েট গ্রিন তাঁর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করেন। গ্রিন বলেন, "আমাদের সময়ের অন্যতম নির্ভীক অভিনেত্রী ছিলেন ক্লোরিস লিচম্যান। তাঁর সঙ্গে কাজ করা সৌভাগ্য হয়েছে আমার। ক্লোরিসের মতো আর কেউ ছিল না। একবার লুক দিয়েই তিনি অনুরাগীদের হৃদয় ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। তিনি চোখে জল না আসা পর্যন্ত মানুষকে হাসাতে পারতেন। ক্লোরিস কী বলবেন বা করবেন তা কখনই জানা যেত না। তাঁর মধ্যে সেই অপ্রত্যাশিত গুণটি ছিল।" প্রয়াত অভিনেত্রী হলিউডের অন্যতম বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিলেন। একটি অ্যাকাডেমি পুরস্কার, একটি গোল্ডেন গ্লোব এবং আটটি প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন তিনি। 'দ্য মেরি টাইলার মুর শো'-এ লিচম্যানের চরিত্র 'ফিলিস' অনেকটা তাঁর নিজের মতো ছিল বলে জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই চরিত্রটি তাঁকে ২টি এমি অ্যাওয়ার্ড এনে দেয়। লিচম্যান তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন। লিচম্যান আরও অনেক চরিত্রের জন্য পুরস্কার জিতেছিলেন। তার মধ্যে একটি হল পিটার বোগদানোভিচের 'দ্য লাস্ট পিকচার শো'। এই ছবিতে স্বল্প পরিসরে গৃহবধূর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অস্কার পেয়েছিলেন তিনি। পরে তিনি ছবিটির সিক্যুয়েল 'টেক্সাসভিল'-এও অভিনয় করেন। কিন্তু এটি তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। দুটি ছবিই ল্যারি ম্যাকমুর্টির লেখার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। তার অন্যান্য হাই-প্রোফাইল টেলিভিশন ক্রেডিটগুলির মধ্যে রয়েছে 'দ্য ফ্যাক্টস অফ লাইফ'-এ বেভারলি অ্যান স্টিকারের চরিত্র, 'মিডল ইন ইন দ্য মিডল'-এ গ্র্যান্ডমা ইদা ইত্যাদি। তাঁর সাম্প্রতিক 'ম্যাড অ্যাবাউট ইউ'-এর জন্যও জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের আবহ সিনেমা জগতে।

## স্বস্তিকা কি সত্যি শোভনের সঙ্গে বাগদান সেরেছেন, জল্পনায় জল ঢাললেন অভিনেত্রী নিজেই

বিনোদন জগতে অনেক দিন ধরেই গুঞ্জন টেলি অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত ও গায়ক শোভন গঙ্গোপাধায় নাকি ডেট করছেন। টেলি পাড়ায় কান পাতলেই এমন শোনা যাচ্ছে। তার উপরে দুজনের সোশ্যাল মিডিয়াও এমন কথাই বলছে। প্রায়ই একসঙ্গে ছবি পোস্ট করছেন তাঁরা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই নিজেদের শুধু ভালো বন্ধু বলেই দাবি করছেন স্বস্তিকা ও শোভন।

গুঞ্জন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে অনেকেই মনে করছেন নতুন বছরেই নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসছে চলেছে স্বস্তিকা ও শোভন। বিশেষ করে মঙ্গলবার এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এই জল্পনা আরও ছড়ায়। তবে সেই জল্পনায় জল ঢেলেছেন খোদ স্বস্তিকা ও শোভন।

সম্প্রতি শোভন একটি ছবি পোস্ট করেন স্বস্তিকার সঙ্গে। সেই ছবিতে স্বস্তিকার অনামিকায় একটি আংটি দেখা যায়। সেই আংটি দেখেই প্রতিবেদনটি দাবি করেন, তাহলে কি স্বস্তিকা আর শোভন গোপনে বাগদান পর্ব সেরে ফেললেন! আর এতেই বেজায় চটেছেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় নায়িকা স্বস্তিকা।

অভিনেত্রী জানিয়েছেন এই আংটি গত চার বছর ধরে তাঁর আঙুলে রয়েছে। স্বস্তিকার কথায়, গত চার বছর ধরে এই আংটি টা রয়েছে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে এরকম অবাস্তব একটা বিষয় দেখে ভীষন খারাপ লাগলো।এভাবে বলার আগে একবার জিজ্ঞেস করলে ভালো হত।

শোভনও চটে গিয়েই পোস্ট করেছেন, বিরক্তিকর। একটু থামলে ভালো হয় বন্ধুগন।

অতএব বোঝাই যাচ্ছে, যা রটে তার সবটাই যে বটে এমনটা নয়। শোভন ও স্বস্তিকার বন্ধুত্বের সমীকরণ গভীর হলেও এখনই এর বেশি কিছু তাঁরা ভাবছেন না। অন্তত বার বার সংবাদমাধ্যমের সামনে এমনই বলেছেন দুজনই। বরং সম্পর্কের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলেই দুজনে বলছেন, তাঁদের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব রয়েছে, যেটাকে মোটেই তাঁরা প্রেম বলতে রাজি নন। আপাতত বন্ধুত্বের পাশাপাশি দুজনেই নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

প্রসঙ্গত শোভন সম্প্রতি বনি সেনগুপ্ত ও কৌশানী মুখোপাধ্যায় অভিনীত তুমি আসবে বলে ছবিতে প্লেব্যাক গেয়েছেন। অন্যদিকে স্বস্তিকাও ব্যস্ত তাঁর ধারাবাহিক কী করে বলব তোমায় নিয়ে।

## নীল ছবি থেকে শিক্ষা নিয়ে করোনাকে রুখতে পারে হলিউড

সারা বিশ্ব করোনার থাবায় স্তব্ধ। একই অবস্থা বিনোদন জগতেরও। বন্ধ ক্যামেরা, লাইট অফ, সাউন্ড নিঃশব্দ। হলিউড যেন তেন প্রকারেণ চাইছে করোনা সময়কালের মধ্যেও সিনেমা ও টিভি শো শুরু করতে। তবে হলিউডের একটি ক্ষেত্র এই মুহূর্তে করোনা মোকাবিলায় অন্যদের থেকে এগিয়ে। ১৯৯০ সালে এইচ আই ভি বা এইডস-এর সময় লস অ্যাঞ্জেলসে নীল ছবির ইন্ডাস্ট্রি তাঁদের অভিনেতাদের এর থেকে বাঁচাতে নিজস্ব পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং ডাটাবেস নিয়ে এসেছিল।

করোনা মহামারির মধ্যে সেই সিস্টেমকেই এখনও ব্যবহার করছে নীলছবির ইন্ডাস্ট্রি। ফলে অ্যাডল্টদের জন্য তাঁদের বিনোদন তৈরি হয়ে চলেছে। মাইক স্ট্যাবিল নামে ফ্রি স্পিচ কোয়ালিশনের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, "যখন আমরা প্রথম কোভিড ১৯-এর কথা বলা শুরু করলাম, তখন থেকেই আমরা প্রস্তুত ছিলাম। কারণ আমাদের শিল্পে অতীতেও টেস্টিং-এর ইতিহাস রয়েছে, যখন সবকিছু বন্ধ ছিল। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, "এটা একেবারে অন্য একটা ভাইরাস। এটার হামলার ধরণও ভিন্ন। তবে সাধারন ভাবে এর থেকে কী কী উপায়ে বাচা যায়, বাঁচতে কী কী করা দরকার, তা সাধারণ ভাবে বুঝতে পেরেছিলাম।"১৯৯০ এর দশকের শেষদিকে একজন নীলছবির অভিনেতা এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার পরে ও সহ অভিনেতাদের অনেকের মধ্যে সেই রোগ ছড়িয়ে দেওয়ার পঞ্জরে নীলছবির দুনিয়ায় এই প্রোটোকল বানানো হয়।

নীল ছবির তারকা শ্যারন মিচেল, যিনি বর্তমানে চিকিতক, তিনি একটি সিস্টেম তৈরি করেছেন যা পাস নামে পরিচিত। যেখানে নীল ছবির অভিনেতাদের প্রতি ১৪ দিন অন্তর পরীক্ষা করা হয় ও সেই পরীক্ষার রেজাল্ট একটি ডেটাবেসে তুলে নেওয়া হয়। সেই ডেটাবেসই পরে ছবি নির্মাতা ও রিচালকদের জানিয়ে দেয় কোন অভিনেতারা কাজের জন্য তৈরি। স্ট্যাবিল বলেছেন, করোনাভাইরাস খুব সহজে ছড়িয়ে পড়ে। এটা আরও অনেক বেশি জটিল সমস্যা। তিনি বলেছেন, নীল ছবি, হলিউড, খেলাধুলা এসবের কাছেই এই চ্যালেঞ্জ একেক ধরনের। তবে বাস্তবে আমাদের প্রত্যেকের কাছে একে অপরের কাছ থেকে শিখে নিতে পারার মত কিছু রয়েছে।" হলিউড মুভি স্টুডিওগুলি, টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলি এবং অভিনেতা, অভিনেত্রী থেকে মেকআপ শিল্পী, ক্যামেরা ক্রু সকলেই ভেবে চলেছেন সব দিক রক্ষা করে কীভাবে আবার কাজ শুরু করা যায়।

তিনদিন ব্যাপী রাজ্যস্তরীয় বিচারক ও রেফারিদের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয় আগরতলায়। ছবি- নিজস্ব।

# মানকাচরে সড়ক দুর্ঘটনা, হত দুই কৃষক সংকটজনক একজনকে পাঠানো হয়েছে গুয়াহাটি

মানকাচর (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার মানকাচর থানা এলাকার সোনাপুরে বৃহস্পতিবার ভোররাত প্রায় তিনটা নাগাদ সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটনাস্থলেই দুই কৃষক তথা শাক-সবজি বিক্রেতার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় অটোভ্যানের চালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিহত দুইকে মানকাচর থানা এলাকার চারবাড়ি গ্রামের সাইজুদ্দিন শেখের ছেলে মণিরুল ইসলাম (২৭) এবং কাঁঠালবাড়ি গ্রামের রসিক আলির ছেলে ফুলজার আলি (৩০) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া আহতকে চারবাড়ি গ্রামের জনৈক আব্দুল ওয়াহিদের ছেলে আজিবর রাহমান বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। জেলা সদর হাটশিঙিমারি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে সোনাপুর গ্রামের রাস্তায় সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা। জেলার চারবাড়ি গ্রাম থেকে জনাকয়েক কৃষক নিজেদের খেতে উৎপাদিত শাক-সবজি বাজারে বিক্রি করতে এএস ১৭ সি ২৩১৯ নম্বরের একটি অটোভ্যান ভাড়া করেছিলেন। অটোভ্যানটি জেলার সদর হাটশিঙিমারি থেকে তিনিআলি বটেরতল দৈনিক বাজারে আসার পথে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। হাটশিঙিমারি মানকাচর রাস্তায় মেরামতের কাজ চলছে। সেখানে গত প্রায় চার-পাঁচ মাস ধরে রাস্তার ওপর সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদার এএস ০১ ডিসি ০৭৮৪ নম্বরের একটি ডাম্পার রেখেছিলেন। ঘন কুয়াশার দরুন অটোভ্যানের চালক ডাম্পারকে দেখতে না পেরে সজোরে তাতে ধাক্কা মারেন। ফলে যা হওয়ার। ভয়ংকর সংঘর্ষে দুই কৃষকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। নিহত এবং আহতদের প্রথমে কুকুরমারায় অবস্থিত গজারিকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মণিরুল ইসলাম এবং ফুলজার আলিকে নিহত বলে ঘোষণা করে আহত আজিবর রাহমানকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে সংকটজনক বলে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিকে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তেজিত স্থানীয় জনতা হাটশিঙিমারি-মানকাচর রাস্তায় অবরোধ গড়ে তুলেন। তাঁদের অভিযোগ, এই ডাম্পারটি এখানে রাখার দরুন এর আগেও কয়েকটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর পর বহুবার সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ডাম্পারটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা সরিয়ে না নেওয়ার ফলে আজ তরতাজা দুটি প্রাণ চলে গেছে। সড়ক অবরোধকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজেন্দ্র ওঝা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

# অভিযোগ প্রমানিত হলে ২ বছর জেল হতে পারে সু কির

নে পি দ, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): আমদানি-রফতানির আইন লঙ্ঘন করেছেনশান্তিতে নোবেল বিজয়ী মায়ানমারের নেত্রী আং সান সু কি! এছাড়াও একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রমানিত হলে সু কির সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানিয়েছে তার দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসির (এনএলডি) সদস্যরা। এমনটাই দাবি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আটক সু কির বিরুদ্ধে বুধবার মামলা করে মায়ানমারের পুলিশ। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ৭৫ বছর বয়সী এ নেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি আমদানি-রফতানির আইন লঙ্ঘন করেছেন এবং রাজধানী নে পি দ-তে অবস্থিত সু কির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ওয়াকি-টকি রেডিও-সহ অবৈধ যোগাযোগের সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। এ অভিযোগ প্রমাণিত হলে সু কির সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানিয়েছে তার দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি (এনএলডি) সদস্যরা। উল্লেখ্য, সোমবার ভোরে রাজধানী নে পি দ-তে অভিযান চালিয়ে ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসির (এনএলডি) -এর প্রধান অং সান সু কি ও প্রেসিডেন্টসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে আটকের পর ফের দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনাবাহিনী। মায়ানমারের গত বছরের সাধারণ নির্বাচনে করা প্রতারণার প্রতিক্রিয়ায় সরকারের শীর্ষ নেতাদের আটক করেছে বলে দেশটির সেনাবাহিনী জানিয়েছে। এর কয়েক ঘণ্টা পর সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনে এক বছরের জন্য দেশে জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা দেওয়া হয়। মায়ানমারের রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র এক প্রতিবেদনে জানায়, নভেম্বরের নির্বাচনে কোনও কারচুপি হয়েছে কিনা, সেটি তদন্ত করে দেখবে বর্তমান সামরিক সরকার।

# নবান্নর নির্দেশ, এবার থেকে হাজির থাকতে হবে সরকারি অফিসে

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই এবার রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের ১০০ শতাংশ উপস্থিতির নির্দেশ জারি করল রাজ্য সরকার। গতবছর অতিমারি করোনা ভাইরাসের জেরে দেশজুড়ে জারি হয় লকডাউন। সেই সময় সতর্কতা মূল ব্যবস্থা হিসেবে সরকারি কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ হাজিরার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য। প্রতিটি দফতরে অর্ধেক সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে কাজ চলায় বাধা পাচ্ছিল সরকারি কাজের গতি। করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতে ফের পুরনো চেহারায় ফিরতে চলেছে রাজ্য সরকারি দফতরগুলি। সম্প্রতি সরকার পরবর্তী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে এমন ঘোষণা করা হয় রাজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে। তারপরেই এদিন ১০০ শতাংশ হাজিরার কথা ঘোষণা করল রাজ্য। এবার থেকে সমস্ত দিন হাজির থাকতে হবে অফিসে। নয়তো কাটা যাবে ছুটি। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নির্বাচনের সময়সূচির ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ওপর কোনওরকম নির্দেশিকা জারির এক্তিয়ার থাকবে না রাজ্যের। তাই তার আগেই এই নির্দেশিকা জারি বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল। নবান্ন সূত্রে খবর, ভোটের আগেই শেষ কয়েকদিনে বকেয়া সমস্ত কাজ মিটিয়ে ফেলতে চায় রাজ্য সরকার। তাছাড়া দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কাজ করার জন্য অতিরিক্ত কর্মীর প্রয়োজন। সে কথা মাথায় রেখেই সরকারি কর্মীদের ১০০ শতাংশ হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## করোনা কালেও আমরা মাইনে বন্ধ করিনি : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। কিন্তু তারই মাঝে বিজেপি তৃণমূল তরজা তুঙ্গে বৃহস্পতিবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে তফসিলি জাতি-উপজাতি সম্মেলনে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে "করোনা কালেও আমরা মাইনে বন্ধ করিনি" সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "করোনা কালেও আমরা মাইনে বন্ধ করিনি। আর ৪-৫ দিন পরই ভোটের দিন ঘোষণা হবে। এখন এত চাইলে হবে না। কয়েকটা বিজেপির আর কয়েকটা সিপিএম লোকের কথা শুনে এরকম করে কোনও লাভ নেই। ভোটের আগে ব্ল্যাকমেল করবেন না"।

## আগে দিল্লি সামলান, পরে বাংলার কথা ভাববেন, সংসদে ডেরেক

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): দিল্লির সীমানা লাগোয়া এলাকায় কৃষকদের বিক্ষোভ নিয়ে সরব হয়েছে আন্তর্জাতিক মহল। এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্র সরকারকে তুলোধনা করলেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। বৃহস্পতিবার সংসদে তিনি বলেন, আগে দিল্লি সামলান, তার পর বাংলার কথা ভাববেন। এদিন রাজ্যসভায় ডেরেক আরও বলেন, 'কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে যেভাবে বাইরে থেকে মন্তব্য ধেয়ে আসছে, তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। কিন্তু, অব কি বার ট্রাম্প সরকার কে বলেছিলেন? আর এখন আমরা বলছি এটা অভ্যন্তরীণ বিষয়।' তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লি উপকণ্ঠে দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে ধর্না—আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। উল্লেখ্য, দোরগোড়ায় বাংলার বিধানসভা নির্বাচন। এবারের নির্বাচন রাজ্যের শাসকদলের কাছে কার্যত 'প্রেস্টিজ ফাইট'।'

## হাটশিঙিমারির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চারটি গরু সহ গ্রেফতার এক পাচারকারী

হাটশিঙিমারি (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলা সদর হাটশিঙিমারির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ওপাড়ে গরুর চোরাচালান অব্যাহত। অন্যদিনের মতো গতকাল বুধবার রাতে হাটশিঙিমারির আসামের আলগা সীমান্তে প্রহরারত ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা চারটি গরু সহ এক চোরাকারবারিকে আটক করেছেন। বিএসএফের হাতে আটক গরু পাচারকারীকে খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত হাটশিঙিমারি গ্রামের প্রয়াত আব্দুল আজিজের বছর ১৯-এর ছেলে মিঠুন শেখ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। বিএসএফ আটক পাচারকারী মিঠুন শেখকে গরু সহ খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়ি কর্তৃপক্ষের হাতে সমঝে দিয়েছে। এদিকে ফাঁড়ি ইনচার্জ জানিয়েছেন, অবৈধভাবে পশু সম্পদ পাচারের অভিযোগে ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

## স্বামীকে খুন করে থানায় স্ত্রী-র আত্মসমর্পণ

তুফানগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : স্বামীকে খুন করে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন স্ত্রী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে।ইতিমধ্যেই স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, মৃতের নাম রতন সূত্রধর। তুফানগঞ্জের অন্দরন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা এলাকায় থাকতেন তিনি। তাঁর প্রথম স্ত্রী-র রহস্যমৃত্যু সয়। গায়ে আগুন লাগিয়ে তিনি নাকি আত্মহত্যা করেন। এরপর ফুলকুমারীকে বিয়ে করেন রতন। তাঁদের তিনমাসের একটি সন্তান রয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, নিত্য অত্যাচারের জেরে ক্ষোভ থেকেই স্বামীকে খুন করেছে ওই বধূ। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিত্য অশান্তি লেগে থাকত ওই দম্পতির মধ্যে। প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে মারধর করতেন রতন। এমনকী লোহার রড দিয়েও ফুলকুমারীকে মারধর করতেন। বুধবার রাতেও তাঁদের মধ্যে অশান্তি হয়। সেই সময়ই স্বামীকে খুন করে ফুলকুমারী। বৃহস্পতিবার ভোর হতেই সন্তানকে কোলে নিয়ে থানায় হাজির হয় ফুলকুমারী। আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মৃতের বাড়িতে যায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। দরজা খুলতেই মেলে রতনের রক্তাক্ত দেহ। ইতিমধ্যেই দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। প্রতিবেশীরা জানান, অন্যান্যদিন অশান্তির শব্দ পেলেও গতকাল তাঁরা কিছুই টের পাননি। ঠিক কী হয়েছিল বুধবার রাতে? ফুলকুমারীকে জেরা করে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

## ট্রাক্টর র‍্যালিতে মৃত কৃষকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রিয়াঙ্কা বঢরা

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): ট্রাক্টর র‍্যালিতে গিয়ে মৃত কৃষকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা বঢরা। বৃহস্পতিবার মৃত কৃষক নভরীত সিংকে কৃষক আন্দোলনের 'শহিদ' আখ্যা দিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন,"এক শহিদের পরিবার তাঁর আত্মত্যাগ কখনও ভুলতে পারে না। ওই আত্মত্যাগ চিরদিন নিজের হৃদয়ে রেখে দেয়। এই আত্মত্যাগ সফল করার জন্য তাঁর মনে প্রত্যয় সৃষ্টি হয়।" প্রসঙ্গত, ২৬ জানুয়ারি দিল্লির আইটিও এলাকায় ট্রাক্টর উলটে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন কৃষক আন্দোলনে শামিল নভরীত সিং। ময়নাতদন্তে এই তথ্যই উঠে এসেছে। কিন্তু মৃত কৃষকের পরিবার তেমনটা মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, ট্রাক্টর উলটে নয়, পুলিশের গুলিতেই প্রাণ হারিয়েছেন নভরীত। সে ঘটনার সাক্ষীও থেকেছেন একাধিক কৃষক। যদিও, তাঁদের সেই দাবির পরও নতুন করে এই ঘটনার কোনও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নভরীতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার পর প্রিয়াঙ্কা দাবি করলেন, নভরীতের পরিবার এখনও তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্দিহান। এবং তাঁরা চান, ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক।—হিন্দুস্থান সমাচার/কাকলি

## ফকিরগঞ্জে পুলিশি অভিযানে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস সহ আটক এক

ফকিরগঞ্জ (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা থানার অন্তর্গত ফকিরগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে আটক করা হয়েছে পান দোকানি জনৈক জাহান উদ্দিনকে।

দক্ষিণ শালমারা থানার ওসি অতুলচন্দ্র রায় প্রধানী জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশের দল নিয়ে ফকিরগঞ্জ বাজারে হানা দিয়েছিলেন। প্রথমেই তাঁরা হানা দেন জাহান উদ্দিন নামের এক ব্যক্তির পান দোকানে। ওই দোকান থেকে বিপুল পরিমাণের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে পান দোকানি জাহান উদ্দিনকে আটক করে থানায় নিয়ে এসেছেন ওসি প্রধানী। ওসি অতুলচন্দ্র রায় প্রধানী জানান, ধৃতের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

# পশ্চিমবঙ্গে ভোটে এল আরও একটি সংখ্যালঘু মোর্চা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ভোটে আসছে আরও একটি সংখ্যালঘু মোর্চা। বৃহস্পতিবার আত্মর্রকাশ করল অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফ্রন্ট (এআইএমএফ) নামে একটি সংগঠন।

রাজ্যের ৩০ শতাংশ ভোটারই সংখ্যালঘু। এই ভোটব্যাঙ্কের দিকে শাসক-বিরোধী সহ তামাম রাজনৈতিক দলের নজর। ঠিক সে কারণেই একাধিক সংগঠন ও ব্যক্তি রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে। প্রসঙ্গত, ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৭১টিতে সংখ্যালঘুদের প্রাধান্য রয়েছে। যেখানে ৪০ শতাংশের বেশি ভোটারই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। গত লোকসভা ভোটের আগে থেকেই রাজ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিহার ভোটে লড়াই করে জোটবদ্ধ কংগ্রেস-আরজেডি'র ভোটব্যাংকে এআইএমআইএম বা মিম থাবা বসিয়েছে। এবার বঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনেও মিম প্রার্থী দেবে বলে ঠিক করেছে। তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ফুরফুরা শরিফে গিয়ে আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে আগেই দেখা করেছেন মিম সুপ্রিমো ওয়েইসি নিজে। এখনও চলছে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দল ঘোষণা করেছেন আব্বাস সিদ্দিকিও। এর পাশাপাশি চলে এল এআইএমএফ।

হায়দরাবাদের এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসি 'ভোট কাটোয়া' বলেই পরিচিত রাজনীতিতে। বাংলায় মিমের টার্গেট অবশ্যই মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলি। সেখানেই তারা প্রার্থী দিতে চান। মালদহ, মুর্শিবাদ, উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলায় মিমের সংগঠনগুলি নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠছে।

তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ ওয়েইসির মিমকে বিজেপির 'বি টিম' বলে মনে করে। এবার মুসলিমদের অধিকারের কথা তুলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সেই মিমকেই পরোক্ষে কার্যত সমর্থন করে বসেছেন। হাওড়ার সভায় তাঁর আরও বক্তব্য, "রাজ্য সরকার মুসলিমদের তোষণ করে। আমরা করি না। কারণ, আমাদের কাউকে তোষণ করার প্রয়োজন হয় না। কেউ যদি মনে করেন, বিজেপি কাজ করছে, তাহলে ভোট দেবেন। যদি মনে করেন, কাজ করছে না, ভোট দেবেন না। এটা মানুষের নাগরিক অধিকারের বিষয়।"

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, সংখ্যালঘুরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভোটে লড়লে তৃণমূলের যে মুসলিম ভোট ব্যাংক অক্ষুণ্ণ ছিল এতদিন, তাতে নিশ্চিতভাবে ফাটল ধরবে। তাতে বিজেপির পরোক্ষ লাভ যথেষ্টই। ভোটের সেই পাটিগণিত বুঝেই কি আচমকা তাঁদের সমর্থন করলেন দিলীপ ঘোষ? এই প্রশ্ন উঠছেই।

কী বলছে বিজেপি? ক'দিন আগে হাওড়ার এক সভায় দিলীপ ঘোষ বলেন, "বাংলায় মুসলিমদের এতদিন ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে।" এভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রতি ফের 'তোষণ' রাজনীতির অভিযোগ তুলে মুসলিমদের প্রকৃত অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। বলেন, "এতদিন বাংলার মুসলিমদের কোনও উন্নয়ন করা হয়নি। প্রকৃত অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত। এখন তা স্পষ্ট বুঝছেন এ রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষজন। ভারতের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের সমান অধিকার আছে। যতটা অধিকার আমার, আপনার আছে, ততটাই অধিকার আছে আব্বাস সিদ্দিকি, ওয়েইসিদের। তাই তাঁরা নিজেদের মতো করে লড়ছেন।"

বিধানসভা ভোটের মুখে বাংলায় সংখ্যালঘু-বন্ধু হিসেবে নিজেদের ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা করছে বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ। তৃণমূলের অভিযোগ, হাওড়ার পাঁচলায় জনসভা থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতির মুখে মুসলিম-প্রীতির কথায় তা বেশ স্পষ্ট।

প্রত্যাশামতোই নতুন দলের ঘোষণা করেছেন পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি। মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দিতেই এই দল গড়া বলে জানান আব্বাস। ২০১৯ সাল থেকে রাজ্যে রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় হয়েছেন তিনি। গঠন করেছেন ফুরফুরা শরীফ আহালে সুন্নাতুল জন্নত নামে একটি সংগঠন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, তৃণমূলের সমর্থনে নির্বাচনে লড়াই করবেন তিনি। তাঁকে দলে টানতে চেয়ে পীরজাদার দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাম ও কংগ্রেস। কিন্তু তাতেও সাড়া মেলেনি। শেষে ওয়েইসির সমর্থনে নির্বাচনে লড়াইয়ের কথা জানান পীরজাদা। এরপরই দল গঠনের ঘোষণা করলেন তিনি।

ফুরফুরা শরীফের পীরজাদার বাঙালি মুসলিম ও সংখ্যালঘু যুব সম্প্রদায়ের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। মগরাহাট. ক্যানিং, আমতলা, ডায়মন্ডহারবার-সহ হাওড়া-হুগলির মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন সময় ধর্মীয় সভা, জলসা করেন আব্বাস সিদ্দিকি। গত কয়েকমাস যাবৎ সেই সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন তিনি। এবার নিজের দল গড়লেন তিনি।

এর ফলে রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ দেখা দিল। আব্বাস সিদ্দিকির নয়া দলের নাম ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। তাদের পতাকায় রয়েছে দুটি রঙ। নীল এবং সবুজ। তবে দলের প্রতীক এখনও সামনে আনেননি তিনি। দলের চেয়্যারম্যান হয়েছেন আব্বাসের ভাই নৌসাদ সিদ্দিকি। মূলত রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতেই প্রার্থী দেবেন তাঁরা। আব্বাসের পাখির চোখ দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলির, নদিয়ার একাংশ। 'ভাইজানকে ভয় শাসকের' কৌশলী মন্তব্য করেছেন পীরজাদা! নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত ছিল আব্বাস সিদ্দিকির কথায়। তাঁর দাবি, ভাইজানকে ভয় পাচ্ছে তৃণমূল।

আব্বাস সিদ্দিকি জানান, "অনেকেই আছে যাঁরা নিজেদের নিরপেক্ষ বলেন। কিন্তু আদপে কাজে তা প্রমাণিত হয় না। শুধু মুসলিম নয়, হিন্দু সমাজেরও বহু পিছিয়ে পড়া মানুষ আছেন।" তাঁদের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দিতেই এবার বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নেবেন তিনি। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট নির্বাচনে লড়াই করলে অন্যান্য দলের ভোটব্যাংকে সরাসরি তার প্রভাব পড়বে।

এআইএমএফ-এর সর্বভারতীয় সভাপতি মহম্মদ আসিফ বিহারের ভোটে পাপ্পু যাদবের সঙ্গে সমঝোতা করে গোটা বারো আসনে প্রার্থী দেন। সব ক'টাতেই হেরেছেন। তা-ও মোর্চার রাজ্য সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে আশাবাদী। বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "আমরা ১৭১টি কেন্দ্রে প্রার্থী দেব। সমঝোতার জন্য সব দলের কাছে খোলা বার্তা দিয়ে রাখলাম। বাংলার সংস্কৃতি সুনিশ্চিত করতে যাঁরা আমাদের হাত ধরতে চান, তাঁদের স্বাগত।" যদিও মোর্চার অনেক নেতাকর্মী বাংলার জ্ঞান অতি সীমিত। অনেকে বাংলা জানেনও না। মহম্মদ আলি জিন্না বলেন, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, অসমে আমাদের অবস্থান আশাব্যঞ্জক। বাঙ্গালুরুতে যথেষ্ঠ ভাল। পশ্চিমবঙ্গে সদস্যসংখ্যা দেড় হাজারের ওপর।"সব মিলিয়ে, আসন্ন বিধানসভা ভোটে সংখ্যালঘু ভোট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বিজেপির বক্তব্য, সংখ্যাগুরুদের ভোট একত্রিত করতে পারলে বাজিমাত। এ প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি আলি হোসেন বলেন, আমাদের মূল সংগঠন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৮ হাজার ৭৫১টি গ্রামকে প্রচারে সেভাবে রাখেননি। আমরা সংখ্যালঘু মোর্চার সদস্য-সমর্থকরা সেখানে যাব। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

# বরাকের শূন্য পদের সবকটিতে বহিঃবরাকের প্রার্থী, প্রতিবাদে এবার শিলচরে এএসআরএলএম-এর কার্যালয় ঘেরাও বিডিএফ যুববাহিনীর

শিলচর (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সম্প্রতি 'অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা অভিযান' (এএসআরএলএম)-এর অধীনে ৭৮টি পদে নিয়োগ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৪০টি বরাদ্দ ছিল বরাক উপত্যকার পর্থীদের জন্য। অথচ প্রকাশিত তালিকায় বরাকের কোনও প্রার্থী না থাকার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার শিলচরে এএসআরএলএম-এর কার্যালয় ঘেরাও করেছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ইউথ ফ্রন্টের কর্মকর্তারা। বিডিএফ ইউথ ফ্রন্টের প্রায় তিরিশ জন কর্মকর্তা এবং সদস্য আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ওই শাখার কার্যালয়ে গিয়ে রিপোর্টিং অফিসার দীপশিখা দেব সহ ঊর্ধতন কোনও কর্তৃপক্ষকে না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্লোগান দিতে শুরু করেন। পরে তাঁরা অফিসে উপস্থিত একমাত্র কর্মচারী আরকে বীরজিৎ সানাকে ঘেরাও করে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন।

এএসআরএলএম-এর কার্যালয় প্রাঙ্গণে যুববাহিনীর মুখ্য আহ্বায়ক কল্লার্ণব গুপ্ত বলেন, তাঁরা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা না হলে এখান থেকে নড়বেন না। বিভাগীয় পদস্থ আধিকারিকরা ফিল্ডে বা যেখানেই থাকুন, এখানে আসতে হবে। তিনি তাঁদের অভিযোগ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়ে বীরজিৎ সানাকে দিয়ে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে ফোনে যোগাযোগ করতে বাধ্য করেন। পরে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিডিএফ-এর ইউথ ফ্রন্টের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার জন্যি কিছুক্ষণের মধ্যে অফিসে ছুটে আসেন ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপ্লব কুমার নাথ। তাঁকে ঘেরাও করে বিডিএফ ইউথ ফ্রন্টের আরেক আহ্বায়ক ইকবাল হাসান চৌধুরী বলেন, বরাকের প্রতি ক্রমাগত এ ধরনের বৈষম্যের ফলে যুবসমাজের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তিনি বলেন, সমস্ত সরকারি পদের ক্ষেত্রে বরাকের ছেলেমেয়েরা উপেক্ষিত। ইকবাল হাসান চৌধুরীর অভিযোগ, পুরো প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা রয়েছে। না-হলে বরাকের কোনও প্রার্থীর উত্তরপত্র বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী কেন আপলোড করছে না কর্তৃপক্ষ?

যুববাহিনীর মুখ্য আহ্বায়ক কল্লার্ণব গুপ্ত বলেন বহিঃবরাকের এ-সব প্রার্থীদের অধিকাংশই এখানকার মাটি, মানুষের সাথে স্বভাবতই একাত্ম বোধ করেন না। এঁরা কয়েক মাস কাজ করেই ট্রান্সফার নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় চলে যেতে আগ্রহী থাকেন। এতে বাধাপ্রাপ্ত হয় স্থানীয় উন্নয়ন। তিনি স্পষ্ট বলেন, সরকার কী করবে সেটা তাদের ব্যাপার। তবে বিডিএফ এই তালিকাকে মেনে নেবেন না। যদি এর পরও সরকার নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে তবে তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিবাদের মাধ্যমে বহিরাগত এই সকল প্রার্থীদের কাজে যোগ দিতে বাধা দেবেন।

ইউথ ফ্রন্টের অপর আহ্বায়ক দেবরাজ দাসগুপ্ত এদিন প্রজেক্ট ম্যানেজারকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, বৈষম্য প্রতি পদক্ষেপে করছে রাজ্য সরকার। ইদানীং কোনও লিখিত পরীক্ষাকেন্দ্র দেওয়া হয় না বরাকে। পরীক্ষার জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করে গুয়াহাটিতে যেতে হচ্ছে। গুয়াহাটিতে টাকা খরচ করে থাকতে হচ্ছে এই উপত্যাকার বেকারদের। তিনি আরও বলেন, লোকসভা ভোটের আগে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এই উপত্যাকার সব তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদ পূরণ করা হবে শুধু স্থানীয় প্রার্থীদের দিয়ে। কোথায় গেল সেই প্রতিশ্রুতি?

সবার বক্তব্য ও সম্মিলিত চাপের পরিপ্রেক্ষিতে প্রজেক্ট ম্যানেজার এদিন সমস্ত অভিযোগ তাঁর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবিলম্বে জানাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরই স্থানত্যাগ করেন বিডিএফ ইউথ ফ্রন্টের সদস্যরা। অন্যান্যদের মধ্যে এদিন এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়, আহ্বায়ক পার্থ দাস, জওহর তারণ, হৃষীকেশ দে, জয়দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার এমবিবি কলেজে ই-গ্রন্থালয় এর উপ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

# কোভিড ভেকসিন মজুত রাখার ফ্রিজ দিল গেইল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষ থেকে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের হেলথ মিশন ডাইরেক্টর ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সোয়াল এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে কোভিদ ভ্যাকসিন মজুদ রাখার জন্য ফ্রিজ। এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এইসব ফ্রিজ তুলে দেওয়া হয়।

গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেড রাজ্যের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর নজির হিসেবে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের হেলথ মিশন ডাইরেক্টর ডক্টর সিদ্ধার্থ জয়সোয়াল এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক প্লিজ। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য ভ্যাকসিন মজুদ রাখার জন্যই এসব ফ্রিজ প্রদান করা হয়েছে। গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেডের আগরতলা অফিসের অফিসার ইনচার্জ জেনারেল ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দেবর্মা এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।

তিনি বলেন গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেড ত্রিপুরায় গ্যাস পাইপ লাইনের কাজ করে চলেছে। এখানে গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেড ভালো ব্যবসা করছে। সে কারণেই স্থানীয় জনগণের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এল ইন্ডিয়া লিমিটেড। সিআরসি প্রজেক্ট এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।করোনাভাইরাস মোকাবেলার জন্য ভ্যাকসিন মজুদ রাখার স্বার্থে ৩৭ দশমিক ০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এইসব ফ্রিজ প্রদান করা হয়েছে।

গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেড এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ জেনারেল ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দেববর্মা আরো জানান শুধু ফ্রিজ প্রদান নয়, রাজ্যের জন্য আরও বেশকিছু প্রকল্পে অর্থ ব্যয় করেছে গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেড। দিব্যাঙ্গ দের জন্য সাড়ে ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে গত অক্টোবর মাসে। এই প্রকল্পের প্রাপকদের জন্য চলন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, সিপাহীজলা জেলায় ৬টি-টয়লেট নির্মাণের জন্য ১২ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিম জেলায় টয়লেটের জন্য ১০লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেড ব্যবসা করার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

## তাপমাত্রা

● প্রথম পাতার পর

ফেব্রুয়ারির পর থেকে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরা থেকে শীতের আমেজ শীঘ্রই উধাও হতে চলেছে বলে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

## জিরানীয়ায়

● প্রথম পাতার পর

এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। চালকের অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

## মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

মাসের মধ্যেই শেষ করতে হবে। ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্যে আমবাসা মহকুমার হাদুকলকপাড়া এবং লংতরাইভ্যালি মহকুমার বঙ্গাফাপাড়ায় জমি সমতলকরণ, রাস্তাঘাট তৈরি, বিদ্যুতায়নের যে কাজ চলছে তার বিস্তারিত খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই সমস্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন।

শহর এলাকার ব্যবসায়ীদের বিমার মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নত গোধন প্রকল্পের সুবিধা যাতে বেশি অংশের মানুষ পেতে পারেন তার উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য এই প্রকল্পের কথা সামাজিক মাধ্যম সহ প্রচারের আলোয় বেশি করে নিয়ে যেতে মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে বিধায়ক সহ জনপ্রতিনিধিদের আরও বেশি করে যুক্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন রাস্তার মেরামতি ও নতুন রাস্তা নির্মাণে আরও গতি আনার জন্য এইচএসসিএল-কে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা থাকবে তা দূরীকরণে রাজ্য সরকার সব ধরনের সহায়তা করবে। সভায় এনইসি থেকে প্রাপ্ত অর্থে ধলাই জেলায় যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে সেগুলিরও পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার জানান, বিভিন্ন রাস্তা মেরামতির জন্যে পূর্ত দফতরের প্রতিটি ডিভিশনে ১০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। বৈঠকের শুরুতে ধলাইয়ের জেলাশাসক ও সমাহর্তা গোবেকার ময়ূর রতিলাল বিভিন্ন অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প ও ফ্ল্যাগশিপ স্কিমের ধলাই জেলায় রূপায়ণ, অগ্রগতি ও পরিকল্পনার তথ্য তুলে ধরেন। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব, বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, ধলাই জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ, প্রধান সচিব জেকে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব, বিভিন্ন দফতরের সচিব এবং পদস্থ আধিকারিগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

## প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নিজেই করোনার ভ্যাকসিন তৈরি করছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের থেকে দ্রুত গতিতে টিকাকরণ কর্মসূচি চলছে। মানব জাতির সুরক্ষায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্যাকসিন পৌঁছে দিচ্ছে ভারত। এর ফলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মা শান্তি পাচ্ছে।'

অন্নদাতাদের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মহামারীর চ্যালেঞ্জের মধ্যেই আমাদের কৃষি ক্ষেত্র এগিয়ে গিয়েছে এবং কৃষকরা রেকর্ড উৎপাদন করেছেন। আমাদের কৃষকরা যদি আরও শক্তিশালী হবেন, তাহলে কৃষি ক্ষেত্রের প্রগতি আরও দ্রুততার সঙ্গে হবে। কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড বাড়িয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা সরাসরি লাভবান হবেন। কৃষকদের আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

# সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতার অশালীন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাল বিজেপি

**শিলচর (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) :** সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব গতকাল বুধবার করিমগঞ্জের পনেরোঘরে দলীয় সমাবেশে যে ভাষণ দিয়েছেন তা অত্যন্ত অশালীন ছিল। সুস্মিতা প্রদত্ত অশালীন ভাষণের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন শিলচরের বিধায়ক বিজেপি নেতা দিলীপকুমার পাল।

গতকাল করিমগঞ্জে দলীয় সভায় মাইকে ‘লাল দম থাকলে হারিয়ে দেখুন’, ‘বাপকে লাল’ ইত্যাদি নানা অগণতান্ত্রিক অশালীন বক্তব্য পেশ করেছিলেন মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেব। বৃহস্পতিবার তাঁর এ-সব মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে দিলীপ পাল বলেন, যাঁরা এ-দেশের সভ্যতা সংস্কৃতিকে মর্যাদা দেয় না, তাঁদের মুখে এ ধরনের অশালীন কথাবার্তা স্বাভাবিক। কিন্তু এ-ধরণের বক্তব্য আমাদের তথা বিজেপির সভ্যতা সংস্কৃতিতে নেই। বিজেপি দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষা করে কাজ করে চলেছে। একজন উচ্চশিক্ষিত নেত্রীর মুখে এ-সব কথা মানায় না বলে আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন বিধায়ক।

দিলীপ পাল বলেন, বিজেপি দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষা করে যাবেই। তিনি আরও বলেন, মালুগ্রাম থেকে শিলচর শহরের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু বিগত সত্তর বছরে কেউ ভাবেনি এ-অঞ্চলে একটি কমিউনিটি সেন্টার গড়ে উঠুক। কিন্তু সর্বানন্দ সনোয়াল সেটা ভাবছেন। তাই এই অঞ্চলের ক্রীড়া, সামাজিক, সংস্কৃতি চর্চাকারী অ্যাপলো ক্লাবের দ্বিতল ভবন নির্মাণ করার জন্য ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করছেন তিনি। আগামীতে জনগণ আশীর্বাদ দিলে আরও অনেক কাজ হবে বলে জানান তিনি। তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছিলেন বিধায়ক দিলীপ পাল।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং বলেন, ১৩ জন বন্ধু মিলে ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই ক্লাব অঞ্চলে সামাজিক কাজকর্ম করে যাচ্ছে। বিগত দিনে অনেক স্বাস্থ্য শিবির করেছেন তাঁরা। ক্লাবের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন। এই অর্থে একশো শতাংশ কাজ হবে। কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হবে। এদিন ক্লাবের পক্ষে বিধায়ককে উপহার হিসেবে ঘড়ি তুলে দেওয়া হয়। অধ্যাপক পার্থসারথি চন্দ বলেন, করোনাকালে অসাধারণ কাজ করেছেন বিধায়ক। তিনি একজন জনপ্রিয় বিধায়ক। সত্য কথা বলতে ভয় পাই না।

## গোলাম

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে তাঁর ঘরে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব কম। তনি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে রাজ্যসভার সদস্য হন তবে জম্মু ও কাশ্মীর ইউনিয়ন অঞ্চল থেকে বিরোধী দলের নেতা হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# আগরতলা-আখাউড়া রেল লাইনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা মারাত্মক সমস্যায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** আন্তর্জাতিক রেলপথের কারণে বাধারঘাট এর চারিপাড়া এবং পুলিশ পাড়া এলাকার কৃষকরা জীবন-জীবিকা নিয়ে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। সমস্যা সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা সম্পূর্ণভাবে অবগত থাকা সত্ত্বেও কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছেন না বলে কৃষকদের অভিযোগ। আগরতলা আখাউড়া আন্তর্জাতিক রেলপথ নির্মাণের ফলে বাধারঘাট এর চারিপাড়া পুলিশ পাড়া এলাকার কৃষকরা জটিল সমস্যায় পড়েছেন।

রেললাইন নির্মাণ করা হলেও ওই এলাকার কৃষিজমি থেকে জল নিষ্কাশন এর জন্য কোন ড্রেনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে কৃষি জমির উপর জমাট বেঁধে থাকে জল। জল জমে থাকার ফলে কৃষকরা কৃষি জমিতে চাষাবাদ করতে পারছেন না। ফলে তাদের জীবন-জীবিকা সংকটের মুখে পড়েছে। কৃষি জমিতে চাষাবাদ করতে না পেরে কৃষকরা বিকল্প কর্মসংস্থানের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক জানিয়েছেন কৃষি জমিতে জল জমে থাকার কারণে তারা কোন ধরনের চাষাবাদ করতে পারছেন না।

ফলে তারা জীবন-জীবিকা নিয়ে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তারা বলেন আন্তর্জাতিক রেলপথ নির্মাণের ফলে তাদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কৃষি জমিতে জল জমে থেকে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়ার বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ক এবং প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। কিন্তু তাদের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। চারিপাড়া এবং পুলিশ পাড়ার কৃষক পরিবারের বাড়িতে গরু-বাছুর রয়েছে। কৃষি ফসল না করতে না পারার কারণে গরুর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছেন না। ফলে অন্যান্য জায়গা থেকে গরুর জন্য খাবার ক্রয় করে আনতে হচ্ছে। কৃষি জমিতে জল জমে থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কৃষকরা এখন বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে।

এক সময় যখন কৃষি জমিতে চাষাবাদ করতে পারতেন তখন তাদের ফসল নিজের সংসারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারতেন। এখন কৃষিজমি থেকেও তারা অন্যান্য জায়গায় গিয়ে দিনমজুরি জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাতে তারা ক্ষোভে ফুঁসছেন। কৃষক পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন কৃষিজমি থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে না পারলে সরকার তাদের জমি কিনে নিয়ে যাক তারা অন্য জায়গায় চলে যাবেন। তাদের এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন।

# কুড়ি লক্ষ টাকার আগর সামগ্রী লুট করে পলাতক আসামী গ্রেপ্তার কদমতলায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** কুড়ি লক্ষ টাকার মূল্যবান আগরের মাল লুট করার অভিযোগে অভিযুক্ত কদমতলা পুলিশের হেফাজতে।ধৃত যুবকের নাম শাকির আহমেদ (৩০) পিতা ফয়জুল হক। কদমতলা থানার পুলিশ অভিযোগ মূলে একটি মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্তকে আটক করে। অপর তিন অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক।ধৃত শাকির আহমেদকে আগামীকাল জেলা আদালতে প্রেরণ করবে কদমতলা থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ১৩ জানুয়ারি অসমের হোজাই জেলার গোপালনগরের বাসিন্দা রুহুল আলম পিতা মখলিছ উদ্দিন উত্তর জেলার কদমতলা থানা এলাকার ঝেরঝেরী এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বৈধ ভাবে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার মূল্যবান আগরের মাল ক্রয় করেন।বৈধ লাইসেন্স ধারী আগর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বনদপ্তরের ছাড়পত্র হিসাবে টিপি সহযোগে ১৬ ব্যাগে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার আগরের মাল ক্রয় করেন।১৩ জানুয়ারি রাত আনুমানিক এগারোটা নাগাদ অসমের হোজাইর নীলবাগানের শাকির আহমেদ, করিমগঞ্জের কাঠালতলীর আজির উদ্দিন ও উত্তর জেলার চুরাইবাড়ির বাসিন্দা ওয়ারিছ আলী ওরফে বাদুড় ১৬ ব্যাগ আগরের মালগুলি ত্রিপুরা অসম সীমান্ত ঝেরঝেরী থেকে হুজাই পৌঁছে দেওয়ার জন্য আগরের মালের মালিক রুহুল আলমের কাছ থেকে বুঝে নেয়। ওই মালের মালিক রুহুল আলমের সাথে ওদের পুরনো ব্যবসায়ী সম্পর্ক থাকাতে তার কুড়ি লক্ষ টাকার আগরের মাল পৌঁছে দেওয়াতে রাজি হয়ে যান।

কিন্তু ত্রিপুরা সীমান্তের ঝেরঝেরী থেকে আসাম সীমান্তে প্রবেশের ২০০ মিটার পর মাল বহন করে নিয়ে যাওয়া তিন যুবক মালের মালিক রুহুল আলমকে ফোন করে জানায় গাড়ি থেকে ১৬ ব্যাগ প্রস্তুত করা আগরের মাল গাড়ি থেকে কোথায় যেন পড়ে গেছে। তারপর মালের মালিক অনেক খুজাখুজির পর তার ক্রয় করা আগরের মাল গুলি না পেয়ে স্থানীয় কদমতলা থানার শরণাপন্ন হয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে উল্লেখ করেন বৈধভাবে ক্রয় করা আগরের মালগুলি তার বাড়ি হোজাই পৌঁছে দেবার নাম ডাম্পার গাড়ি দিয়ে অসম প্রবেশ করার সাথে সাথে পরিকল্পিতভাবে তাকে ফোন করে জানানো হয় মালগুলি গাড়ি থেকে পড়ে গেছে।

কিন্তু রুহুল আলমের অভিযোগ, মাল বহন করে নিয়ে যাওয়া শাকির আহমেদ, আজির উদ্দিন, ওয়ারিছ আলী বাদুড় ও ডাম্পার গাড়ির চালক গিয়াস উদ্দিন ঝেরঝেরীর বাসিন্দা ১৬ ব্যাগে মজুদ করা ২০ লক্ষ টাকার প্রস্তুত করা আগরের মাল চক্রান্ত মূলক লুট করেছে।তার সঠিক বিচার চেয়ে কদমতলা থানায় অভিযুক্ত চারজনের বিরুদ্ধে আগরের মালের মালিক রুহুল আলম লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কদমতলা থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ৬ নাম্বারের ভারতীয় দণ্ডবিধির সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা হাতে নিয়ে ওই ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্ত শাকির আহমেদকে আজ কদমতলা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে অভিযুক্ত শাকির আহমেদ কদমতলা থানার হেফাজতে রয়েছে। আগামীকাল অভিযুক্তকে জেলা আদালতে প্রেরণ করবে পুলিশ। পাশাপাশি অপর তিন অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক হলেও তাদের গ্রেফতার ও লুট করা ২০ লক্ষ টাকার আগরের প্রস্তুত করা মাল উদ্ধারে জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে কদমতলা থানার পুলিশ।

# রাজ্যেও পালিত ক্যান্সার দিবস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** ৪ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস। রাজ্যেও ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে সচেতনতা মূলক রেলি সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে অটল বিহারি বাজপেয়ি ক্যান্সার রিজিওনাল হাসপাতাল, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, এসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপি এবং টিপস এর যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে সচেতনতামূলক রেলি সংগঠিত করা হয়।

সচেতনতামূলক রেলি বিবেকানন্দ ময়দান থেকে শুরু হয়ে অভয়নগর পথ ধরে অটল বিহারি বাজপেয়ি রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতালের সামনে গিয়ে সমবেত হয়। রেলিতে অংশ নিয়ে অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতালের ডাক্তার গৌতম মজুমদার বলেন, ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার জন্যই এই আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন একটা সময় ছিল যখন রাজ্যে ক্যান্সারের চিকিৎসা করার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামোর ছিল না। বর্তমানে রাজ্যের ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসার যাবতীয় পরিকাঠামো রয়েছে। বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতালে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

# চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** গোমতী জেলার মাতাবাড়ি এলাকাথেকে চুরি যাওয়া পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর গোপাল ঘোষের বাইকটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। গতকাল পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর গোপাল ঘোষের একটি বাইক চুরি হয়ে যায়। এ ব্যাপারে রাধা কিশোরপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর এর বাইক চুরির ঘটনার পর থেকেই বাইক সহ চোরকে আটক করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় তৎপরতা শুরু করে পুলিশ।

তৎপরতা চালিয়ে যথারীতি বাইক সহ চোরকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। চোরের নাম রাজীব দাস। তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাইক চোর চক্রের আরো কয়েকজনকে আটক করার জন্য পুলিশি তৎপরতা শুরু করেছে। পুলিশের এক কর্মকর্তা আশা ব্যক্ত করেছেন শীঘ্রই তারা চোরচক্রের আরো কয়েকজনকে আটক করতে সক্ষম হবেন।

# ব্রাউনসুগারসহ যুবক আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে লালমাটিয়া এলাকা থেকে ৫০কৌটা ব্রাউন সুগার সহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। আটক নেশার বাড়ির নাম রুবেল হোসে। তার বাড়ি জয়নগর এলাকায়। ঘটনার বিবরণ দিয়ে মহারাজগঞ্জ আউটপোস্ট এর অতি মঙ্গেশ পাটারি জানান তাদের কাছে খবর আসে লালমাটিয়া এলাকায় এক যুবক ব্রাউন সুগার নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি লালমাটিয়া এলাকায় যান এবং যথারীতি ওই যুবককে আটক করতে সক্ষম হন। আটক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সকালে জড়িত অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে পুলিশ। উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহর সহ বিভিন্ন এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ নানা নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রি করে চলেছে একাংশের নেশা কারবারিরা। এসব ভয়ঙ্কর নেশার কবলে পড়ে যুবসমাজ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে। সে কারণেই পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্টের ওসি জানিয়েছেন।

# বিশালগড়ে নির্যাতিতা মহিলা থানার দ্বারস্থ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** বিশালগড় এর গোকুলনগর এলাকায় স্বামীর অত্যাচারের অতিষ্ঠ হয়ে এক গৃহবধূ হত্যার আসামির বিরুদ্ধে বিশালগড় মহিলা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। নির্যাতিত গৃহবধূ নাম রূপা দেববর্মা। তার স্বামীর নাম অজিত দেববর্মা। তাদের দু মাস বয়সের একটি শিশু সন্তান রয়েছে। জানা গেছে বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই গৃহবধূকে তার স্বামী নির্যাতন শুরু করেন। শিশু সন্তান জন্ম হওয়ার পর থেকে গৃহবধূর ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। গৃহবধূর বাপের বাড়ি পার্শবর্তী এলাকাতেই। তোমার রুপার ওপর স্বামী নির্যাতন চালাচ্ছে খবর পেয়ে রুপার মা তার বাড়িতে গেলে জামাতা অযোধ্যা জামাতা শাশুড়ির চুলের মুঠি ধরে টেনে হেঁচড়ে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নির্যাতিতা গৃহবধূ শেষ পর্যন্ত শেষপর্যন্ত বিশালগড় মহিলা থানার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

## উন্নত

● প্রথম পাতার পর

এমজিএন রেগায় এখন পর্যন্ত ৪০ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮০ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ৯৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে ৭,৬০৯ টি। জলাশয় সৃষ্টি করা হয়েছে ৭৪৩টি ও জমির পা-া দেওয়া হয়েছে ১৬,২৫১টি। প্রধানমন্ত্রী ক'ষি সি'ই যোজনায় খোয়াই জেলায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ৫৭টি জলসেচের উৎস সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে জেলার ৯.১২ হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় এসেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও ৩০টি জলসেচের উৎস সৃস্টি করা হয়েছে। এতে ৪.৮ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। চলতি অর্থবছরে ৩১ জন ক'ষককে ভর্তকীতে পাম্পসেট দেওয়া হয়েছে। সভায় জেলাশাসক জানান, জেলায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে গত দু'মাসে ৭৮৫টি গাভীকে ক'ত্রিম প্রজজনের আওতায় আনা হয়েছে।

সভায় জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব, প্রধান সচিব জে কে সিনহা ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারকগণ উপস্থিত ছিলেন।

## চালক

● প্রথম পাতার পর

ও উত্তেজনা দেখা দেয়। অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় জনগণ। হামলাকারী যুবকের অভিযোগ অটুটি নাকি তার গায়ে ধাক্কা দিয়েছে। সে কারণে সে ভাঙচুর চালিয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো তরফ থেকেই থানায় কোন মামলা দায়ের করা হয়নি।

# ক্রীড়া

## শততম টেস্টের আগে কোহালিদের হুঙ্কার আপাত শান্ত রুটের

**নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।।** প্রথম যখন ভারতে খেলতে এসেছিলেন সেটা ছিল তাঁর অভিষেক সিরিজ। জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে। সেই ভারতের বিরুদ্ধেই ১০০তম টেস্ট খেলতে নামবেন জো রুট। ম্যাচের আগের দিন জানিয়ে দিলেন চাপে থাকবেন বিরাট কোহালিরাই। ঘরের মাঠে ভারতের টেস্ট রেকর্ড নিয়ে চিন্তা করছেন না রুটরা।কোহালির নেতৃত্বে এখনও অবধি দেশের মাঠে সিরিজ হারেনি ভারত। শেষ বার ঘরের মাঠে সিরিজ হারতে হয়েছিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই। ২০১২ সালে সেই সিরিজেই অভিষেক ঘটেছিল রুটের। তিনি বলেন, ''প্রথম যখন খেলতে এসেছিলাম ভারতে, বুঝতেই পারিনি সেই সিরিজ জয় কতটা বড় ছিল। খুব ছোট একটা অংশ ছিলাম সেই সিরিজ জয়ের।'' সেই সময় ২২ বছরের রুট ভারতে সিরিজ জয়ের গুরুত্ব না বুঝলেও, এবারের ইংরেজ অধিনায়ক বুঝতে পারছেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখছেন ভারতকে।ঘরের মাঠে এখনও অবধি টেস্ট সিরিজ না হারা বিরাটের বিরুদ্ধে নামার আগে রুটের মতে চাপে থাকবে ভারতই। ইংরেজ অধিনায়ক বলেন, ''অস্ট্রেলিয়াকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হারিয়ে ঘরের মাঠে সিরিজ। ভারতের জন্য প্রত্যাশার বিপুল চাপ থাকবে।'' সেই সিরিজ শুরুর আগে বিরাটদের রীতিমতো হুমকি দিয়ে রাখলেন রুট। তিনি বলেন, ''বড় সিরিজ। আমরা জানি ভারতে এসে ভারতের বিরুদ্ধে খেলা কতটা কঠিন। তবে তার জন্য আমরা তৈরি। কোনরকম ভয় কাজ করছে না আমাদের মধ্যে। ৪টে টেস্ট জেতার রসদ আমাদের আছে। দারুণ একটা সিরিজ খেলা হবে।''১০০তম টেস্ট খেলার আগে গর্বিত রুট। তিনি বলেন, ''শেফিল্ডের ছোট ছেলেটা স্বপ্ন দেখত ইংল্যান্ডের জার্সি পরে একটা টেস্ট খেলার, আজ এখানে বসে আছে সে। আশা করব এটাই শেষ নয়। আমার মধ্যে এখনও অনেক খেলা বেঁচে রয়েছে। যতদিন পারব খেলে যেতে চাই।'' ৪ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের পর ৫টি টি২০ এবং ৩টি একদিনের ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। স্পিনের বিরুদ্ধে বরাবর সফল রুট, এই সফরে ইংল্যান্ড দলের বড় ভরসা। তাঁর ব্যাটের দিকেই তাকিয়ে থাকবে ইংল্যান্ড।

## রিহানা-গ্রেটাদের টুইটের পালটা, ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান শচীন-বিরাট-অক্ষয়ের

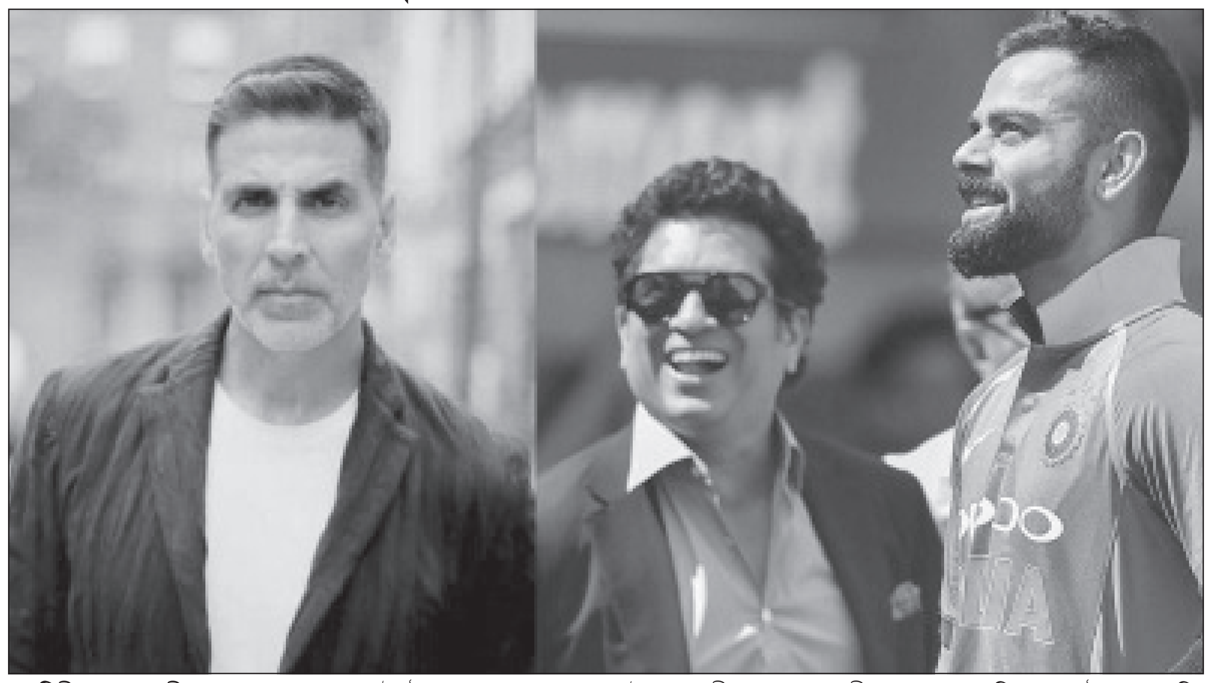

**নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।।** কৃষকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিশ্বখ্যাত পপস্টার রিহানা, সমাজকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ থেকে প্রাক্তন পর্নস্টার মিয়া খালিফা। টুইটারে কৃষক বিক্ষোভের প্রচার শুরু করেছেন তাঁরা। এবার তার বিরুদ্ধেই সোচ্চার হলেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ ও বিনোদুনিয়ার তারকারা। শচীন তেণ্ডুলকর, বিরাট কোহলি, অজিঙ্কা রাহানে, রবি শাস্ত্রী, অক্ষয় কুমার, লতা মঙ্গেশকর, সুনীল শেট্টি, করণ জোহর- প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথা বললেন। বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভারতীয় সেলেবরা বলছেন, রিহানা-থুনবার্গদের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। মঙ্গলবার রাতে ভারতের আন্দোলনরত কৃষকদের হয়ে গলা ফাটান গায়িকা রিহানা। দ্রুত সেই তালিকায় যোগ হয় গ্রেটা থুনবার্গের নাম। এরপরই টুইটারে ট্রেন্ডিং হয় 'ইন্ডিয়াটুগেদার'। মাস্টার ব্লাস্টার টুইট করেন, "ভারতের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে কোনও আপস নয়। বিদেশি শক্তি দর্শক হতে পারে, দেশের কোনও ঘটনার অংশীদার নয়। ভারতীয়রা দেশকে ভাল করেই চেনেন এবং দেশের সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত।'' আবার টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলি (ক্লন্খণ্ঠ জ্জদ্রু) আহ্বান জানান, "আসুন, এই মতবিরোধের মধ্যে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধথাকি। কৃষকরা দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমি নিশ্চিত, এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে, শান্তি ফিরবে এবং আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাব।'' অজিঙ্কা রাহানের গলাতেও একই সুর। "যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে পৃথিবীতে এমন কোনও ইস্যু নেই যার সমাধান বেরবে না। চলুন, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থেকে সমস্যা মিটিয়ে ফেলি'', লেখেন রাহানে। সরব হয়েছেন ক্রিকেট তারকা রোহিত শর্মাও। তাঁর কথায়, "যখনই আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, তখনই ভারত আরও শক্তিশালী হয়। সমস্যার সমাধান খোঁজাই এইমুহূর্তের দাবি।'' ভারতীয় দলের কোচ রবি শাস্ত্রীও ঐক্যবদ্ধ ভারতের পক্ষে সওয়াল করেন।

## আইপিএল খেলতে এবার প্রত্যেক অজি ক্রিকেটারকে নিতে হবে NOC, ঘোষণা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার

**নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।।** ভারতের মাটিতে আসন্ন আইপিএলে অংশ নিতে এবার অজি ক্রিকেটারদের মানতে হবে নয়া নিয়ম। ভারতে খেলতে আসার আগে প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে আলাদা করে গুঞ্জঙ্খ বা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিতে হবে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্বর্তী ঋক্কঞ্জ নিক হকলি। গোটা দেশে করোনা গ্রাফ কিছুটা হলেও নিম্নমুখী। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে টিকাকরণও। এই পরিস্থিতিতে এবার আর বাইরে নয়, দেশের মাটিতেই জ্জঞ্জ্র আয়োজনের ব্যবস্থা করছে ঋঞ্চঋজ্জ। বোর্ড সূত্রে খবর, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হতে পারে আইপিএল ২০২১-এর আসর। এর অর্থ এবার বিদেশি খেলোয়াড়রাও ভারতেই খেলতে আসবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে অজি ক্রিকেটারদের মানতে হবে নয়া এই নিয়ম। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে নিক হকলি জানিয়েছেন, "গত বছর আইপিএল আয়োজনের ব্যাপারে আমরা জানি। জৈব সুরক্ষা বলয়ে সফলভাবেই টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছিল। এবার ক্রিকেটাররা আইপিএল খেলার ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করলে, আমরা পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকের আবেদন বিবেচনা করে দেখব।'' প্রসঙ্গত, গত বছর আরব আমিরশাহীতে আয়োজিত আইপিএলে ওয়ার্নার, স্মিথ-সহ ১৯ জন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার অংশ নিয়েছিলেন।এতদিন গুঞ্জঙ্খ-র প্রয়োজন না হলেও এবার কেন তা লাগবে? তা অবশ্য স্পষ্ট করেনি অজি ক্রিকেট বোর্ড। এদিকে, অত্যধিক করোনা সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে বাতিল হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ। ফলে প্রথম দেশ হিসেবে ইতিমধ্যেই ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে গিয়েছে নিউজিল্যান্ড।বাকি একটি স্থানের জন্য লড়াই ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল হলেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে কোনও পরিবর্তন যে আসবে না, সেকথাও জানিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

## ৯-০ ! সাউদাম্পটনকে গোলের মালা পরিয়ে ইতিহাসের পাতায় ম্যান ইউ

**নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।।** বিশ্বকাপে জার্মানি ৭ গোল দিয়েছিল ব্রাজিলকে। আবার গত বছর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে আট-আটটা গোল হজম করতে হয়েছিল মেসির বার্সেলোনাকে। মঙ্গলরাতে (ভারতীয় সময়) সেই স্মৃতিই ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম সাউদাম্পটন ম্যাচে। যেখানে ৯টা গোল খেয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট হল সাউদাম্পটনের। আর উলটোদিকে নিজেদের রেকর্ড ভেঙেই ফের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে ঢুকে পড়ল দ্য রেড ডেভিলসের নাম। শো শুরু হয়েছিল খেলার ১৮ মিনিটের মাথায়। দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইম পর্যন্ত তা চলল। সাউদাম্পটনের রক্ষণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে একের পর এক গোল করে গেলেন রাশফিল্ড, কাভানি, ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। ততক্ষণে ব্যামসেদের আত্মবিশ্বাস ভূলুন্ঠিত। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আবার একটি আত্মঘাতী গোল করে বসেন জ্যান বেডনারেক। এখানেই শেষ নয়। একটি নয়, ৯০ মিনিটের খেলায় লাল কার্ডও দেখেন সাউদাম্পটনের দুই ফুটবলার। মাত্র ২ মিনিট খেলেই লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন অ্যালেক্স। তারপর থেকেই দশজনের দলকে নাকানি চোবানি খাওয়ায় ম্যান ইউর ফরোয়ার্ড। আর ৮৬ মিনিটে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন আত্মঘাতী গোল করা বেডনারেক। এককথায় বিভীষিকাময় রাত কাটালেন সাউদাম্পটন ফুটবলাররা। আর এই বিরাট ব্যবধানে জয়ই লিগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে দিল ম্যান ইউকে। শীর্ষে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ও গানারের দলের পয়েন্ট ৪৪। তবে সিটি তাঁদের থেকে দুটি ম্যাচ কম খেলেছে। কিন্তু সাউটাম্পটনকে গোলের মালা পরিয়ে যে আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছেন কাভানিরা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এর আগে ১৯৯৫ সালে এই ম্যান ইউ-ই ইপ্সউইচ টাউনকে ৯-০ গোলে মাটি ধরিয়েছিল। নতুন করে সেই রেকর্ড ছুঁল তারা।

## নতুন করে করোনা আতঙ্ক, সমস্ত প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিল

**নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।।** করোনা আতঙ্কের মধ্যেই জিতলেন সেরিনা। বুধবার। রয়টার্স করোনা সংক্রমণ তাড়া করছে অস্ট্রেলীয় ওপেনকে। বুধবার নতুন করে এক হোটেলকর্মী কোভিডে আক্রান্ত হওয়ায় পরিস্থিতি আবার জটিল হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায়, তার জন্য আজ, বৃহস্পতিবার সমস্ত ধরনের প্রস্তুতি ম্যাচ স্থগিত রাখার কথা জানানো হয়েছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ৬০০ খেলোয়াড় এবং আধিকারিকদের যেতে হবে নিভৃতবাসে। ফের তাঁদের করোনা পরীক্ষা হবে। বুধবার রাতের দিকে টেনিস অস্ট্রেলিয়া টুইট করেছে, ''মেলবোর্ন পার্কে বৃহস্পতিবারের সমস্ত ম্যাচ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি বিচার করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে। আমরা সমস্ত প্রতিযোগী এবং আধিকারিকদের যত দ্রুত সম্ভব, কোভিড পরীক্ষার ব্যবস্থা করব। ভিক্টোরিয়া প্রদেশের প্রধান ড্যানিয়েল অ্যান্ড্রুজ জানিয়েছেন, মেলবোর্নের গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলের এক কর্মীর শরীরে ধরা পড়েছে করোনাভাইরাস। সেই হোটেলে বহু খেলোয়াড় ও আধিকারিক রয়েছেন। সেই কর্মীর থেকে তাঁরাও সংক্রমিত হয়েছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে তাঁদেরকে সুস্থ রাখতে নতুন করে নিভৃতবাসে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এবং তারই সঙ্গে চলবে করোনা পরীক্ষা। রিপোর্ট নেগেটিভ এলে আগের মতোই তাঁরা অনুশীলন করতে পারবেন। তিনি বলেছেন, ''টেনিসের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল সকলকে এই ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করা। তা নিশ্চিত করতে আমাদের এমন পদক্ষেপ করতেই হবে। এ নিয়ে অহেতুক উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। এ দিকে, নতুন করে করোনা আতঙ্কের মধ্যে ছুটছে সেরিনা উইলিয়ামসের জয়রথ। বুধবার ইয়ারা ভ্যালি ক্লাসিক প্রতিযোগিতায় তিনি ৬-১, ৬-৪ গেমে স্বেতানা পিরোনকোভাকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সেমিফাইনালে সেরিনা মুখোমুখি হবেন বিশ্বের এক নম্বর অ্যাশলে বার্টির। বুধবারের ম্যাচে সেরিনা প্রথম সেট দখল করেন ২৮ মিনিটে। দ্বিতীয় সেটে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন পিরানকোভা। কিন্তু তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়েওজিততে পারেননি। ম্যাচের পরে সেরিনা বলেন, """পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, এখানে খেলতে পেরে দারুণ লাগছে। ১২ মাস পরে আমরা যে খেলতে পারছি সেটাই বড় ব্যাপার।"""' অ্যাশলে বার্টি জিতেছেন মারিয়া বুজকোভার বিরুদ্ধে। ফল ৬-০, ৪-৬, ৬-৩। শেষ আটে বার্টি মুখোমুখি হবেন শেলবি রজার্সের। যুক্তরাষ্ট্র ওপেন চ্যাম্পিয়ন নেয়োমি ওসাকা জিপসল্যান্ড ট্রফি প্রতিযোগিতায় এগিয়েছেন। লড়াই করে তিনি ৩-৬, ৬-৩, ৬-১ জেতেন বিশ্বের ৩৭১ নম্বর কেটি বোল্টারের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বাছাই সিমোনা হালেপ ৬-২, ৬-৪ জিতেছেন লরা সিগমুন্ডের বিরুদ্ধে।

## চার ম্যাচ নির্বাসন, পাঁচ লাখ জরিমানা ইস্টবেঙ্গল কোচ ফাওলারের

**নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।।** শাস্তি হবে জানাই ছিল। কিন্তু ঠিক কত টাকা জরিমানা এবং কটা ম্যাচ নির্বাসন সেটাই জানার বাকি ছিল। বুধবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এর ডিসিপ্লিনারি কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল লাল হলুদ কোচের শাস্তির ব্যাপারে। চার ম্যাচ নির্বাসন এবং পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে তাঁর। ফেডারেশনের প্রধান আইনজীবী ঊষানাথ বন্দোপাধ্যায় এই শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। এফসি গোয়া ম্যাচ রেফারিদের সঙ্গে বিতর্কে জড়ান তিনি। রেফারিদের ব্রিটিশ বিদ্বেষ অথবা ইস্টবেঙ্গল বিদ্বেষ নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি।শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির ধারা অনুযায়ী কোচের এই মন্তব্য বর্ণবিদ্বেষী পর্যায়ে পড়ে। তাই এমন মন্তব্যে ভারতবর্ষের ফুটবল কলঙ্কিত হয়েছে অভিমত ছিল ফেডারেশনের। শেষ ম্যাচেও ইস্টবেঙ্গল বেঙ্গালুরুর কাছে পরিষ্কার দু গোলে হেরে যায়। প্লে অফের আশা মোটামুটি শেষ। তার ওপর ব্রিটিশ কোচের এমন মন্তব্য এবং শাস্তি ক্লাবের কাজটা আরও কঠিন করে দিল। ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে ধারা ৫৯ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ধারায় শাস্তির পরিমাণ আরও বেশি হত। কিন্তু ব্রিটিশ কোচকে এবার দলের কথা চিন্তা করেই ওই শাস্তি দেয়নি ফেডারেশন। এদিকে সুভাষ ভৌমিক সহ বিভিন্ন প্রাক্তন ফুটবলার এবং কোচ সমালোচনা করতে ছাড়েননি ব্রিটিশ কোচের। তাঁর গেম রিডিং, ফুটবলার পরিবর্তন থেকে শুরু করে মেজাজ হারানো, সব কিছুরই সমালোচনা করেছেন প্রাক্তনরা। এদিকে লাল হলুদ দলের সহকারী কোচ টনি গ্রান্ট একটি বিস্ফোরক ট্যুইট করেন যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। তিনি বলেন ক্লাবের পুরনো ম্যানেজমেন্ট নতুন দলের ক্ষতি করতে চাইছেন এবং নিজেদের পরিচিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ব্যবহার করে ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান কোচ এবং স্টাফদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন। এটা কোনও মতেই মেনে নেওয়া যায় না। পরে অবশ্য বিতর্ক তৈরি হওয়ায় এই ট্যুইট মুছে ফেলেন তিনি। কিন্তু ততক্ষনে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। প্রচুর সমর্থক এবং ক্লাব অনুরাগীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা করেন এই পোস্টের।

## স্টোকস, আর্চাররা আইপিএলে প্রাক্তন সতীর্থ কোহালিদের সব কথা কি ফাঁস করে দিয়েছেন রাহানে

**নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।।** আইপিএল শুরু হওয়ার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে বাকি ক্রিকেটখেলিয়ে দেশগুলির দূরত্ব ঘুচে গিয়েছে। অনেকেই মনে করেন, আইপিএল খেলার সুবাদে বিদেশি ক্রিকেটাররা নিজের দেশের হয়ে খেলতে আসার সময় আলাদা সুবিধা পান। কিন্তু এই তত্ত্ব উড়িয়ে দিলেন অজিঙ্ক রাহানে। জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কথা মাথায় রেখেই নিজেদের সব পরিকল্পনা বিদেশি ক্রিকেটারদের তাঁরা বলেন না।ইংল্যান্ডের জস বাটলার, বেন স্টোকস এবং জফ্রা আর্চার রাজস্থান রয়্যালসে রাহানের সতীর্থ ছিলেন। কিন্তু রাহানের মতে, দেশের হয়ে খেলা সবার থেকে আলাদা। বলেছেন, ''এমন নয় যে, আইপিএলে আমরা সব কথা বিদেশিদের বলে দিই। হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে ক্রিকেট খেলি ঠিকই। কিন্তু দেশের হয়ে খেলতে নামলে ব্যক্তি হিসেবে এবং দলের হয়ে কতটা তুমি দিতে পারছ তার উপরেই লক্ষ্য থাকে।'' ২০১৯ পর্যন্ত রাজস্থানে থাকলেও ২০২০ মরশুমে রাহানে যোগ দিয়েছেন দিল্লি ক্যাপিটালসে। তবে আইপিএলের প্রাক্তন সতীর্থ স্টোকস এবং আর্চারের প্রশংসা করতে ভোলেননি। বলেছেন, ''বেন স্টোকস এবং আর্চার খুব ভাল ক্রিকেটার। ইংল্যান্ডের হয়ে দারুণ খেলেছে। কিন্তু ব্যক্তির বদলে আমরা গোটা দলের উপরেই নজর রাখছি। ওদের দলেও অনেক ভারসাম্য রয়েছে।''

বৃহস্পতিবার আগরতলায় গণতান্ত্রিক নারী সমিতির মিছিল কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে। ছবি নিজস্ব।

# কানহাইয়া কুমারকে সতর্ক করল সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটি

**নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.):** কেরিয়ারের শুরুতেই রীতিমতো হোঁচট খেলেন জেএনইউয়ের ছাত্র সংসদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তথা তরুণ সিপিআই নেতা কানহাইয়া কুমার। দল বিরোধী মন্তব্য এবং তাঁর সমর্থকদের উদ্ধত আচরণের অভিযোগে কানহাইয়াকে সতর্ক করল সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটি। তাঁর বিরুদ্ধে রীতিমতো প্রস্তাবও পেশ করেছে দল।

সম্প্রতি একাধিক বিতর্কিত কারণে শিরোনামে এসেছেন জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা। একে তো সরাসরি দলের বিরুদ্ধে তিনি তোপ দেগেছেন। তার উপর তাঁর সমর্থকরা সম্প্রতি দলেরই এক নেতার বিরুদ্ধেও চড়াও হয়েছেন। বিহারের নেতাদের অভিযোগ, গত ১ ডিসেম্বর কানহাইয়া তাঁর দলবল নিয়ে দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে নিজেরই দলের নেতা ইন্দু ভূষণকে মারধর করেছেন। স্রেফ দলের একটি বৈঠক পিছিয়ে যাওয়ার খবর জানানো হয়নি বলে, কানহাইয়ার সমর্থকরা দলের ওই পদাধিকারীকে মারধরের পাশাপাশি দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরও করেছেন।

যা নিয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ সিপিআই নেতারা। যদিও, কানহাইয়া পরে দাবি করেছেন, সেদিনের ঘটনা তাঁর উপস্থিতিতে ঘটেনি। নিজের অনুগামীদের আচরণের জন্য ক্ষমাও চেয়ে নেন তিনি। এর আগেও জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা বিতর্কে জড়িয়েছিলেন নিজের দল সিপিআইকে 'কনফিউশন পার্টি অফ ইন্ডিয়া' নামে কটাক্ষ করে। সেই বক্তব্যের জন্যও পরে তাঁকে ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে।

গত ২৮ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত হায়দরাবাদে সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ছিল। সূত্রের খবর সেই বৈঠকে কানহাইয়াকে সতর্ক করে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির ওই বৈঠকে দলের ১১০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ডি রাজা-সহ সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই নাকি কানহাইয়ার আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মাত্র ৩ জন সদস্য ছাড়া বাকি সকলেই কানহাইয়ার বিরুদ্ধে আসা সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তবে, কানহাইয়া নিজে উপস্থিত ছিলেন না অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে। যেভাবে কানহাইয়ার অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করানো হল, তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

# মোহনপুর পুর পরিষদ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** মোহনপুর পুর পরিষদের উদ্যোগে আজ এক অনুষ্ঠানে ১,০৮৯ জনকে কম্বল দেওয়া হয়। পুর পরিষদ অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানে ২৪৫ জনের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ কয়েকজনের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্বল তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, মোহনপুর পুর পরিষদ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এজন্য ৮৫ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পরিত পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া, মোহনপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে গ্যালারী নির্মাণ করা, সুইমিং পুল নির্মাণ, মোটরস্ট্যাণ্ড নির্মাণ। তিনি জানান, মোহনপুরের ঐরান চৌমুহনীতে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে টাউনহল নির্মাণ করা হবে।

মোহনপুর পুর পরিষদের উদ্যোগে আজই তুলা বাগান অফিসটিলায় ২৪৩ জনকে, সুচিত্রা কৃষ্ণচরণ জেবি স্কুলে ২৪৬ জনকে, মণিপুরী চৌমুহনীতে ৮০ জনকে, জগৎপুর অফিসটিলায় ১৮৫ জনকে, রবীন্দ্রপল্লী নাটমন্দিরে ৯০ জনকে কম্বল দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে ১,০৮৯ জনকে কম্বল বিতরণ করতে ব্যয় হয়েছে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। মোহনপুর পুর পরিষদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, পুর পরিষদের উপকার্যনির্বাহী অধিকারিক রীমি দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

# কল্যাণপুরে উন্মত্ত যুবকের হামলার শিকার অটো চালক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** কল্যাণপুর অটো স্ট্যান্ডে এক অটো চালককে মারধর করেছে এক উন্মত্ত যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। উত্তেজিত জনতা উন্মত্ত যুবককে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশে তুলে দিয়েছেন। কল্যাণপুর অটো স্ট্যান্ডে একটি অটো আটক করে অটো ভাঙচুর এবং চালককে মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

জানা গেছে আশারাম বাড়ি এলাকার বাসিন্দা অটোচালক মানিক চন্দ্র দাস কল্যাণপুর মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এসে পৌঁছলে উন্মুক্ত যুবক অটোটি থামায় এবং অটোতে ভাঙচুর চালায়। অটোচালককে বেধড়ক মারধর করে। অটোর সামনের গ্লাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় জনগণ ফেটে পড়েন। আক্রমণকারী যুবকের নাম প্রদীপ শীল। তার বাড়ি তেলিয়ামুড়া রইল এলাকায়। স্থানীয় জনগন উত্তেজিত হয়ে আক্রমণকারী যুবককে আটক করে বেধড়ক মারধর করেন। ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উন্মুক্ত যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কল্যাণপুর মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ভারতে সক্রিয় রোগী ১.৫৫-লক্ষ, ১০৭ বেড়ে মৃত্যু ১,৫৪,৭০৩

**নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** ভারতের দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা এখনও নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। বুধবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১২ হাজার ৮৯৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১০৭ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৭ হাজারের বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১, ০৪,৮০,৪৫৫ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১২,৮৯৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৭ লক্ষ ৯০ হাজার ১৮৩-তে পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৭,৮২৪ জন। ১০৭ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৪,৭০৩ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৪,৮০,৪৫৫ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ০২৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৫,০৩২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৫২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৬০৪ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

দেখতে দেখতে ভারতে ১৯.৯২-কোটির উর্দ্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৪২,৮৪১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৯,৯২,১৬,০১৯-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে সুস্থতার হার প্রতিদিনই উর্দ্ধমুখী, কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বুধবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৭, ৮২৪ জন, ফলে দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৭.১৩ শতাংশ। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৪,৭০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১০৭ জনের।

# ভারতের একতা ভাঙ্গা যাবে না ঃ অমিত শাহ

**নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.):** মিত্যা প্রচার করে ভারতের একতাকে ভাঙা যাবে না। কৃষক বিক্ষোভে সমর্থন জানান বিদেশি তারকাদের এভাবেই একহাত নিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দীর্ঘ টুইট করে জানিয়ে দিলেন, ভারত নিজেদের সমস্যা মেটাতে জানে। এর জন্য বিদেশিদের মন্তব্যের প্রয়োজন হবে না।

কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনে হঠাৎই সুর চড়িয়েছেন বিদেশি তারকারা। কৃষকদের সমর্থন জানিয়ে টুইট করেন পপ তারকা রিহানা, পরিবেশ কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ, প্রাক্তন পর্নস্টার মিয়া খলিফারা। এর জেরেই শুরু হল বিতর্ক। এটি ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর হানা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপ, বলে সরব হন সরব হলেন রাজনীতিবিদ থেকে সেলেবরা। খোদ টুইট করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে কোনও শক্তি ভারতের ঐক্য ভাঙতে পারবে না। বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে বলা হয় যে চাঞ্চল্যকর হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করার লোভ দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বেঠিক। এভাবেই ঘুরিয়ে রিহানা, গ্রেটাদের 'পরামর্শ' দিয়েছে সাউথ ব্লক। সেই বিবৃতির রেশ ধরে আসরে নামেন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি রিটুইট করে শাহ লেখেন, 'কোনও মিথ্যা প্রচার ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারবে না। একমাত্র উন্নয়নই সেই কাজটা করতে পারবে। উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত ঐক্যবদ্ধ আছে।'

সেই পথে হেঁটে জাতীয়তাবাদকেই হাতিয়ার করেছেন শাহের সতীর্থরা। রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল টুইটারে লেখেন, 'ভারতে ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় ভয় পেয়ে আমাদের দেশ এবং দেশের গণতন্ত্রকে দুর্বল করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে আন্তর্জাতিক শক্তি।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, স্মৃতি ইরানি, হরদীপ সিং পুরী, ভি কে সিং, রমেশ পোখরিয়াল 'নিশাঙ্ক', ধর্মেন্দ্র প্রধানরাও 'ভারতকে অপমান' করতে চাওয়া শক্তির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে কৃষকদের সমর্থনে বার্তা দিয়েছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোও। সেই সময়ও ভারতের তরফে কড়া প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছিল। এবার হলিউড তারকার টুইটের পরই দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

# হাসিনার কনভয়ে হামলার ঘটনায় প্রাক্তন সাংসদ সহ ৫০ জনের জেল

**ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.):**বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তথা তৎকালীন বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনার কনভয়ে হামলার ঘটনায় বিএনপির প্রাক্তন সাংসদ হাবিবুল ইসলাম হাবিবসহ তিনজনকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড ও অন্য ৪৭ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছে আদালত। সর্বনিম্ন সাজা দেওয়া হয়েছে চার বছর। দীর্ঘ ১৮ বছর আগের ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ূন কবির এই রায় দিয়েছেন। এই হামলার ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত ১৬ জন আসামী অবশ্য পলাতক রয়েছে।

২০০২ সালের ৩০ অগস্ট সাতক্ষীরায় একজন মুক্তিযোদ্ধার ধর্ষিতা স্ত্রীকে হাসপাতালে দেখে মাগুরায় ফিরছিলেন তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী তথা আওয়ামি লিগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। কলারোয়ায় তাঁর গাড়ির কনভয় পৌঁছতেই রাস্তার উপরে একটি বাস আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে পথ রোধ করা হয়। জটলার মধ্যে আচমকাই শেখ হাসিনার গাড়ি লক্ষ্য করে হামলাকারীরা ইট ও পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। হামলার ঘটনায় বরাতজোরে শেখ হাসিনা রক্ষা পেলেও তাঁর সফরসঙ্গী অনেকে গুরুতর জখম হন।

ঘটনার দু'দিন বাদে ২ সেপ্টেম্বর কলারোয়ার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোসলেমউদ্দিন বাদী হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেন। ওই আবেদনে তিনি অভিযোগ করেন, কলারোয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও তৎকালীন সাংসদ হাবিবুল ইসলাম হাবিবের নির্দেশেই বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা শেখ হাসিনার উপরে ওই হামলা চালিয়েছিলেন।

# উন্নত গোধন প্রকল্পের সুযোগ জেলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।।** ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন, পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নয়নের প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির উপর অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার কাজ করছে। আজ খোয়াই জেলাভিত্তিক এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পের সুযোগ জেলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি বলেন, দুগ্ধ উৎপাদন বাড়ানোর উপর সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই লক্ষ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এই যোজনায় ক'ত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বাছুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। খোয়াই জেলায় এই যোজনা সফলভাবে বাস্তবায়ণের উপর গুরুত্বারুপ করেন। তাছাড়াও জেলায় এই প্রকল্পের কথা ব্যাপক প্রচারের আলোয় নিয়ে যেতে মুখ্যমন্ত্রী সভায় গুরুত্বারুপ করেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক'ষি জমিতে সেচের সুযোগ পৌঁছে দিতে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যে ক'ষি পণ্যের উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির জন্য সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী জেলার জলসেচ প্রকল্পগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। জল জীবন মিশন ও অটল জলধারা মিশনে জেলায় ২০২২ সালের মধ্যে বাড়ি বাড়ি বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজের বিষয়েও খোঁজখবর নেন। জেলায় বন্য হাতি নিয়ন্ত্রণে বনদপ্তরকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন। সভায় জেলায় গ্রামীণ পর্যটন শিল্পের বিকাশ, জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, প'ায়েতরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও চা বাগানগুলির উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তাছাড়াও পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তারিত খোঁজখবর নেন এবং যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ চলছে সেগুলি দ্রত শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

পর্যালোচনা সভায় জেলাশাসক মিতা মল জানান, জেলায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# বিশ্বের মধ্যে দ্রুততম, ১৯ দিনে ভারতে ৪৪ লক্ষের বেশি টিকাকরণ

***নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):*** *টিকাকরণ কর্মসূচিতে রেকর্ড গড়ল ভারত। আমেরিকা, ব্রিটেনকে পিছনে ফেলে দিল ভারত। মাত্র ২০ দিনের মধ্যেই ভারতে ৪৪ লক্ষের বেশি ফ্রন্টলাইন কর্মীদের করোনাভাইরাসের টিকা দেওয়া হয়েছে। গত ১৬ জানুয়ারি দেশ জুড়ে টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপর ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টিকা পেয়েছেন ৪৪ লক্ষের বেশি। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে এখনও পর্যন্ত ৪৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৫২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৬০৪ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।*

*করোনা-টিকাকরণের ক্ষেত্রে আমেরিকা ও ব্রিটেনকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে ভারত। ভারত ছাপিয়ে গিয়েছে ইজরায়েলকেও। প্রসঙ্গত, মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রথম সারির করোনা যোদ্ধা মিলিয়ে প্রায় ৩ কোটিকে করোনা টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ভারত সরকার। পুণের সিরাম ইনস্টিটিউটে তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার 'কোভিশিল্ড' এবং ভারত বায়োটেকের তৈরি 'কোভ্যাক্সিন' কোভিডের প্রতিষেধক হিসাবে দেওয়া হচ্ছে ভারতে।*

*দেখতে দেখতে ভারতে ১৯.৯২-কোটির উর্দ্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৪২,৮৪১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৯,৯২,১৬,০১৯-এ পৌঁছে গেল। ভারতে সুস্থতার হার প্রতিদিনই উর্দ্ধমুখী।*

# রাজৌরিতে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাক গোলায় মৃত্যু সেনা জওয়ানের

***জম্মু, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):*** *পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলাগুলি বর্ষণে ফের অশান্ত হল আন্তর্জাতিক সীমান্ত। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার সুন্দেরবানি সেক্টরে বুধবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া পাক গোলাগুলি বর্ষণে প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ান। শহিদ জওয়ানের নাম-লক্ষ্মণ। পাকিস্তানি হামলায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন সিপাই লক্ষ্মণ, পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।*

*সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট থেকে রাজৌরি জেলার সুন্দেরবানি সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনা। ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনা।*

*অনেক রাত অবধি চলতে থাকে পাকিস্তানের দিক থেকে গোলাগুলি বর্ষণ। প্রত্যাঘাতে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সুন্দেরবানি সেক্টরে পাকিস্তানি হামলায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন সিপাই লক্ষ্মণ, পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।*

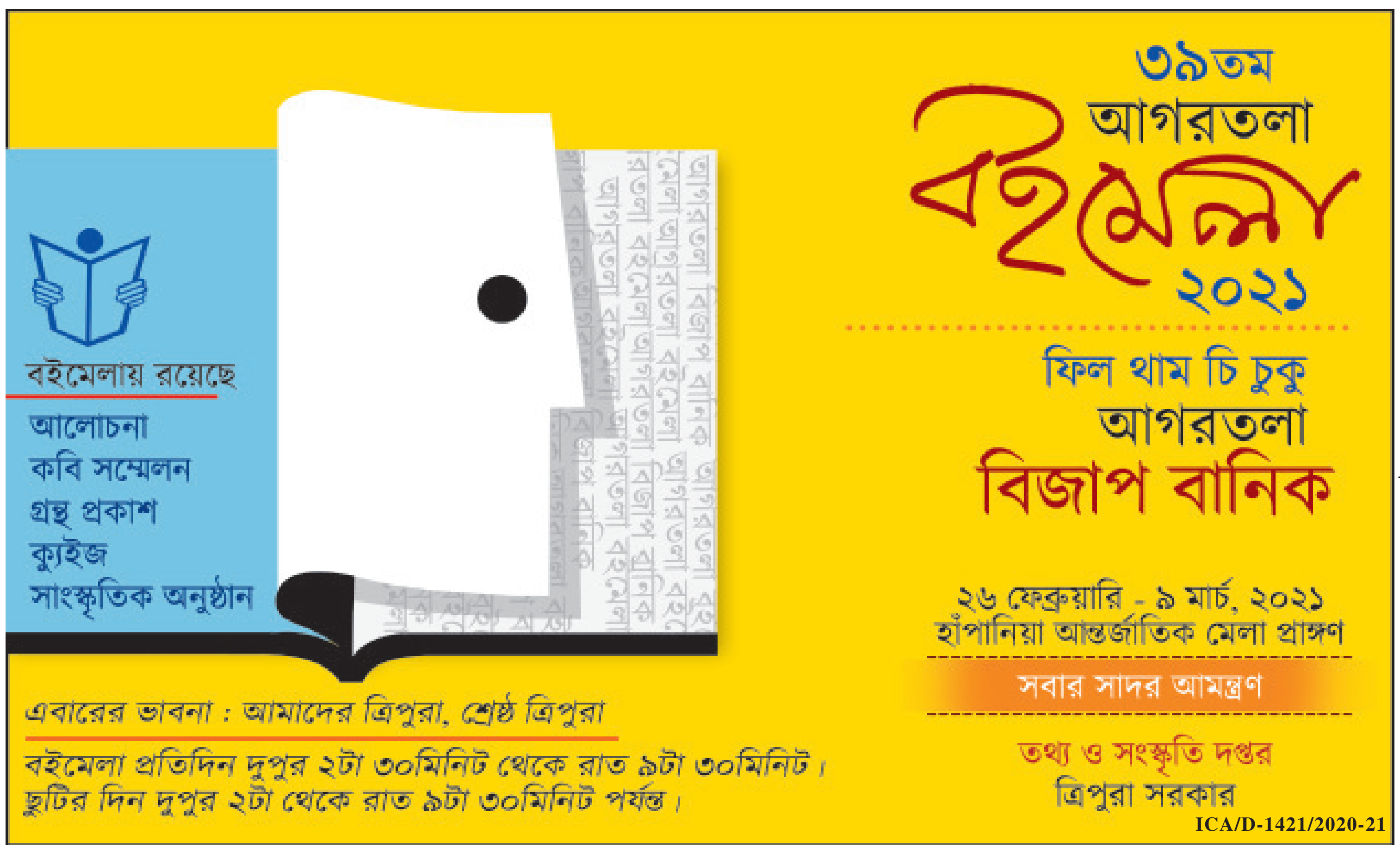


স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।